Contents

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

সোনামণি প্রতিভা

৮ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪

www.ahlehadeethbd.org

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সোনামণিদের মেধা বিকাশে জন্য

৮ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

➤ উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

➤ সম্পাদক
আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস

➤ নির্বাহী সম্পাদক
ওবাইদুল্লাহ

➤ কম্পোজ ও ডিজাইন :
সাখাওয়াত হোসাইন

যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(৩য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও স্টার অফসেট প্রিন্টিং প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

ভিতরের দৃশ্য

	পৃষ্ঠা নং
➤ সম্পাদকীয়	২
➤ কুরআনের আলো	৪
➤ হাদীছের আলো	৫
➤ প্রবন্ধ	৬
➤ বহুমুখী তথ্য কণিকা	১৪
➤ ইতিহাসের পাতা	১৯
➤ গল্পে জাগে প্রতিভা	২২
➤ কবিতা গুচ্ছ	২৩
➤ একটুখানি হাসি	২৪
➤ আমার দেশ	২৬
➤ দেশ পরিচিতি	২৭
➤ যেলা পরিচিতি	২৮
➤ টুকরা খবর	২৮
➤ ম্যাজিক ওয়ার্ড	৩০
➤ কুইজ	৩১
➤ ভাষা শিক্ষা (আরবী)	৩১
➤ ভাষা শিক্ষা (ইংরেজী)	৩২

www.ahlehadeethbd.org

সম্পাদকীয়

সোনামণি বন্ধুরা! আস-সালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহ্‌র রহমতে ভালই আছো। জীবন গড়ার প্রত্যয়ে, সুসাহিত্যিক হিসাবে গড়ে উঠার প্রতিতিতে, স্বপালোকের সিড়িতে আরোহণ করার জন্য ৭ টি সংখ্যার বর্ণাঢ্য সফলতার প্রতীক **'সোনামণি প্রতিভা'** পরিবারের পক্ষ হতে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। আর তর সইছে না বুঝি! অনেক রাগ, ক্ষোভ, ক্রোধ আর চাপা ধৈর্য্য নিয়ে চুপটি মেরে বসে আছো, তোমাদের প্রিয় পত্রিকা সোনামণি প্রতিভা এর বিলম্বে প্রকাশের কারণে। আসলে রাগ হওয়ারই ব্যাপার। গাড়ি চলতে চলতে গন্তব্য স্থলে পৌছানোর আগেই যদি গাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তো যাত্রীদের রাগ হবেই। আমরা **'সোনামণি প্রতিভা'** পরিবারের পক্ষ হতে তোমাদের সকলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি। তবে হয়তোবা কোন কল্যাণ নিহিত আছে এই দীর্ঘ অবসরের মাঝে। হয়তো এর দ্বারা আল্লাহ তোমাদের এই প্রাণের পত্রিকাকে আরো বেগবান করবে ইনশাআল্লাহ। বাকিটা তোমাদের অংশগ্রহণ এবং আমাদের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করবে।

'এ তুফান ভারি, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার' জীবন নামের এ তরীকে তীরে পৌছাতে হলে অঢেল পরিশ্রম আর কঠোর অধ্যাবসায় ছাড়া সুযোগ নেই। বিশ্বায়নের এ যুগে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। সকল বাধা বিপত্তিকে ভুলে ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে পায়ের নীচে পদদলিত করে সকল কিছু হতে নতুন কিছু করার প্রত্যয় করতে হবে। 'যোগ্য হও পৃথিবী তোমায় খুজবে'। **'সোনামণি প্রতিভা'**র সদস্য হয়ে নিজের সুপ্ত মেধাকে বিকশিত করে দেশ, জাতি, সমাজ ও মানবতার কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে। শপথ নিতে হবে যাবতীয় অন্যায় অশলীলতাকে পরোয়া করি না। কাউকে দেখানো ও খুশি করার জন্য নয়; বরং আল্লাহ তা'আলাকে খুশি ও মানব সমাজের উপকারের জন্য সকল বিষয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। জানি না আমরা **'সোনামণি প্রতিভা'** পরিবার তোমাদের শিশু-কিশোরদের কতটা উপকার করতে পারছি। তবে **'সোনামণি প্রতিভা'**-এর প্রতিটি লেখকের আশা, দু'একজন হলেও সঠিক দিকনির্দেশনা পাবে। এ আশায় কলম চালিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিভা পরিবারের সকল দায়িত্বশীলগণ বিভিন্ন পর্যায়ে নানা উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র শিশু-কিশোরদেরকে প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। তাছাড়া তাদের এ তৎপরতার আর কী-বা স্বার্থকতা থাকতে পারে?

বর্তমান সময়ে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীরা চরম অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। এটা গতানুগতিক কোন ঘটনা নয়। এর পেছনে রয়েছে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় সবকয়টি মহৎ কাজের পেছনে রয়েছে এই তরুণদের অবিস্মরণীয় অবদান। ইসলামের বিজয়াভিযানসমূহ, পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনাবলী কিংবা আমাদের বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, ৭০-এর স্বাধীনতা আন্দোলন আর ৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে নায়কের ভূমিকায় অবস্থান করেছিল এই তরুণরা। আজ ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝে ফেলেছে যে, তরুণদেরকে দিয়েই সফলভাবে কার্যসম্পাদন সম্ভব। তাই তারা তাদের স্বার্থোদ্ধারের প্রধান হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেছে সমাজের সবচেয়ে কার্যকর ধারালো অস্ত্র এই তরুণ সমাজকে। আমাদের তরুণসমাজ আজ চারিত্রিক চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি। যদি নৈতিকতার অবক্ষয় নাই ঘটবে তবে দেশের কোন কোন স্কুল কিংবা কলেজের নাম নিতে নাক কুচকানো এবং মারপিট আর হাঙ্গামার উপমা দেয়া হবে কেন? অনেক সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা এসেছে উক্ত অবক্ষয় থেকে উত্তরণের। তথাপি কোন কার্যকর পদক্ষেপ চোখে পড়ে না।

পাঁচ বছরের ঐশীকে তো সমগ্র দেশের মানুষ চিনতো না? নৈতিক অবক্ষয়ের প্রতিচ্ছবি হিসাবে উপস্থাপনের তো প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু নবম শ্রেণিতে পড়ুয়া ফাঁদে পড়া ঐশীর আবিষ্কার কী করে হল? ছোট বয়স থেকেই যদি তার পরিশুদ্ধ পরিবেশ দেয়ার প্রচেষ্টা থাকত, অশলীল নাটক-সিনেমা দেখা থেকে দূরে রাখা হত, মুসলিম হিসাবে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা দেয়া যেত, অসৎ সঙ্গী হতে দূরে রাখা যেত তবে কী বাবা-মায়ের নিষ্পাপ সোনাপাখি মেয়েকে আজকে এই ঘটনার সম্মুখীন হতে হত? ভারতীয় মিডিয়ায় বহুল আলোচিত 'পাখি জামা'-এর জন্য কী নিজের বুকের ওড়নাকে ফাঁসির দড়ি বানিয়ে বাবা-মাকে নিঃস্ব করে নিকৃষ্টতম আত্মহত্যার পথ বেছে নিত? আমাদের এ কথার সাথে কেউ একমত না হলেও উক্ত ঘটনাগুলোর ভুক্তভোগির বাবা-মা

www.ahlehadeethbd.org

একটুও অমত হবে না বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাই প্রাথমিকভাবে তরুণ-তরুণীদের নৈতিক অবক্ষয়ের জন্য তার বাবা-মাকে দায়ী করাই স্বাভাবিক এবং এটিই সত্য কথা। কারণ সন্তানের সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু তার পিতা-মাতা।

পিতা-মাতার পরে সন্তানের শিক্ষাগুরু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকগণ। পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ সমূহ শিক্ষকগণকে পিতার মর্যাদায় সমাসীন করেছে। সাথে সাথে শিক্ষকের মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। পড়ার ছলে ছলে শিক্ষকগণ আমাদের সমাজের তরুণ-তরুণীদেরকে নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলবে। সম্মানিত শিক্ষক মহাদোয়গণের নিকট আমাদের এটাই কাম্য। তরুণ সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের একটি প্রধান কারণ– উন্মুক্ত স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ও অনৈতিক ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব সরকারের। এখানে ব্যক্তির হাত অতি নগণ্য। তবে সত্যিকারার্থে সুস্থ ধারার কিছু তরুণদের তৎপরতা দমনে সমাজ প্রধান থেকে শুরু করে স্বয়ং সরকারও তাদের চাটুকার ও প্রশংসাকারী সর্বোপরি তাদের সমর্থিত গুন্ডাবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার নজির ভুরিভুরি। অন্যদিকে কোন একটি অশ্লীল ইন্ডিয়ান চ্যানেল বন্ধ করা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গুলোর জন্য কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কিংবা তরুণ সমাজকে তাদের প্রতিটি সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহ প্রদান করার পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানা না গেলেও বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজসেবক ও নেতাদেরকে শুধু অহংকার, ক্রোধ, প্রতিশোধ আর সন্দেহের অজুহাতে অসংখ্য মেধাবী ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় অভ্যস্ত শিক্ষার্থীদেরকে ভয় দেখিয়ে এবং গ্রেফতার করে নির্যাতন করা ও অনেক সুস্থ ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার মত ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটছে ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশে। তাই বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের মূল হোতা এই শিক্ষিত নামক মূর্খ্য নামধারী সমাজ সেবকগণ এবং সাথে সাথে দেশের সরকার। সরকার কথায় কথায় জনগণের কথা বললেও জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে তাদের কোন চিন্তাই নেই। এই চিন্তা থাকলে উক্ত মরণব্যাধির আশু সমাধানে সরকারের কোন পদক্ষেপ নেই কেন? কারণ সরকারের পক্ষেই সম্ভব স্যাটেলাইট ব্যবস্থা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা, মাদক ব্যবসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কেউ স্বীকার করুক আর না করুক এসব অনৈতিকতার পিছনে আরেকটি প্রধান কারণ হল–সহশিক্ষা।

তাই শিশু-কিশোরদের বলতে চাই, সকল অনৈতিকতার গন্ডি হতে বেরিয়ে এস। আল্লাহ্র দেয়া তোমাদের শরীরের প্রতি ফোঁটা রক্তের আমানত যথাযথভাবে পূর্ণ কর। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তোমাদের মত তরুণ সমাজই প্রতিটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ্র রহমতে বিজয়ও অর্জন করেছে। কোন দিনই তরুণ সমাজ ক্ষমতা চাই না। তরুণ সমাজ দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চাই। তোমাদের সেই তারুণ্যদীপ্ত চেতনা ও দূরদর্শিতা আজ কোথায়? আজ পুড়ছে গাযা, মরছে মানুষ, দেখছে বিশ্ববাসী। আবারও বর্বর ইসরাঈল ৮ জুলাই ২০১৪ থেকে ফিলিস্তীনিদের উপর আগ্রাসন শুরু করেছে। তাই গাযা এখন এক রক্তাক্ত জনপদের নাম। ইসরাঈল এখন যা করছে তা মানবতার দৃষ্টিতে শান্ত মেযাযে গণহত্যার শামিল। হে তরুণ সমাজ! গাযাকে এই মানবিক বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ্র কাছে করজোড়ে ভিক্ষা চাও। সাথে সাথে ফিরিয়ে নিয়ে এসো তোমাদের সেই হারানো তারুণ্য।

পরিশেষে বলতে চাই, বিভিন্ন জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত 'সোনামণি প্রতিভা' পরিচালনা পরিষদ, অনেক কচিকাঁচা শিশু-কিশোর ও অসংখ্য তরুণদের সহযোগিতা এবং সঠিক দিকনির্দেশনার মাধ্যমে **'সোনামণি প্রতিভা'** আজ সফলতার উজ্জ্বল নক্ষত্র। এর সততা, আন্তরিকতা, কৌশল, দায়িত্বশীলতার দ্বারা যুগোপযোগী লেখক তৈরির মাধ্যমে দেশের সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষিত সমাজসহ সকল মহলে গ্রহণযোগ্য ও বিশ্বস্ত পত্রিকা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রিয় সোনামণিরা! তোমাদের চারপার্শ্বে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে অনেক পত্রিকা প্রকাশ হচ্ছে। বিজ্ঞাপনের চাকচিক্য সহ নানা প্রকার মোহ হয়তো তোমাদের দৃষ্টি কেঁড়ে নেবে, **'সোনামণি প্রতিভা'** এগুলো থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সুষ্ঠু মেধা ও নৈতিকতার সমন্বয়ে শিশু-কিশোরদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় **'সোনামণি প্রতিভা'**-এর লক্ষ্য। আল্লাহ আমাদের এই স্বল্প আশাটুকু পূরণ করবন-আমীন। তোমাদের স্বপ্ন সত্য ও সুন্দর হোক এই প্রত্যাশায়.....আগামি সংখ্যায় আবার দেখা হবে। ইনশাআল্লাহ।

www.ahlehadeethbd.org

কুরআনের আলো

বিষয় : ঈমান

١. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ.

১. 'নিশ্চয় আল্লাহ তো মশা অথবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র কোন বস্তুর উদাহরণ দিতে লজ্জাবোধ করেন না; অতএব যারা ঈমানদার তারা জানে যে, এ সত্য তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে, কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা বলে যে, আল্লাহ কী উদ্দেশ্যে এ উদাহরণ পেশ করেছেন? (আসল ব্যাপার হল) তিনি এর দ্বারা অনেককেই বিভ্রান্ত করেন, আবার অনেককেই সৎপথে পরিচালিত করেন। বস্তুত: তিনি ফাসিকদের ছাড়া আর কাউকেও বিভ্রান্ত করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৬)*।

٢. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ.

২. 'বলুন! যে ব্যক্তি জিবরীলের শত্রু হয়েছে, (সে রাগে মরে যাক) কেননা সে তো আল্লাহর হুকুমে তোমার অন্তরে কুরআন পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যা এর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক এবং যাতে ঈমানদারদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২/৯৭)*।

٣. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.

৩. 'আর যদি তারা ঈমান আনত এবং মুত্তাকী হত, তবে নিশ্চিতভাবে তাদের প্রতিফল আল্লাহ্র নিকট অধিক কল্যাণকর হত, যদি তারা জানত' *(বাক্বারাহ ২/১০৩-১০৪)*।

٤. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ.

৪. 'আর কোন লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহকে ভালবাসার মত তাদেরকে ভালবাসে। কিন্তু যারা মুমিন আল্লাহ্র সঙ্গে তাদের ভালবাসা প্রগাঢ় এবং কী উত্তমই হত যদি এ যালিমরা শাস্তি দেখার পর যেমন বুঝবে তা যদি এখনই বুঝত যে, সমস্ত শক্তি আল্লাহ্রই জন্য এবং আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর' *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

٥. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ.

৫. 'হে মুমিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলো খেতে থাক এবং আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাক, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর থাক' *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

٦. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ-أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

৬. 'যারা ঈমান আনে তার উপর যা এবং তোমার পূর্ববর্তীদের উপর নাযিল হয়েছে এবং তারা আখেরাত দিবসে বিশ্বাসী রাখে। তারাই তাদের রবের পক্ষ হতে হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম' *(বাক্বারাহ ২/৩-৫)*।

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছের আলো

বিষয় : ছবি সম্পর্কে

١. عَنْ أَبِى طَلْحَةَ رضى الله عنهم قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ تَصَاوِيرُ.

১. আবু তালাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর ও প্রাণীর ছবি থাকে *(বুখারী হা/৫৯৪৯; মিশকাত হা/৪৪৮৯)*।

٢. عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِى بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ .

২. আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) নিজ গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতেন *(বুখারী হা/৫৯৫২; মিশকাত হা/৪৪৯১)*।

٣. عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّهَا كَانَتِ اتَّخَذَتْ عَلَى سَهْوَةٍ لَهَا سِتْرًا فِيهِ تَمَاثِيلُ فَهَتَكَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ نُمْرُقَتَيْنِ فَكَانَتَا فِى الْبَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

৩. আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃত। তখন রাসূল (ছাঃ) পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন। অতঃপর আয়েশা সে কাপড়ের কাপড় দিয়ে দু'টি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূল (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন *(বুখারী হা/২৪৭৯)*।

٤. عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ.

৪. আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন লোকেরা, যারা আল্লাহ্র সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা৪৪৯৫/)*।

٥. عن ابى هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً.

৫. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে চায়, তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? সুতরাং তারা একটি পিঁপড়া বা শষ্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? *(বুখারী হা/৭৫৫৯; মিশকাত হা/৪৪৯৪)*।

٦. عن عَبْدَ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ.

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের *(বুখারী হা/৫৯৫০)*।

www.ahlehadeethbd.org

প্রবন্ধ

১. কথায়ও যাদু আছে

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
সোনামণি, বাংলাদেশ।

কথা বলার শক্তি মহান আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত নে'মত রাজির মধ্যে অন্যতম নে'মত। আল্লাহ বলেন, عَلَّمَ الْقُرْآنَ 'তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন ভাব প্রকাশের বা কথা বলার' *(আর-রহমান ৫৫/৪)*। কথায় যাদু আছে, কথায় মধু আছে। আবার কথায় তেজ আছে, কথায় ঝালও আছে। কথা হচ্ছে মুখ আর ঠোঁটের ব্যায়াম। আমাদের সকলের আদরের ছোট্ট সোনামণির আধো আধো মিষ্টি কথা পৃথিবীর সবাইকে অবিভূত করে। কথা হচ্ছে একটা আর্ট, একটা শিল্প। যা কষ্ট করে শিখতে হয়, ভক্তি ও শ্রোদ্ধা সহকারে বলতে হয়। তাই কথাকে সুন্দর করে স্বাজিয়ে গুছিয়ে বললে সবার প্রিয় হয়।

আল্লাহ মুখ দিয়েছেন সবার সাথে সুন্দর করে মধুর স্বরে মুখটি হেসে কথা বলার জন্য। মানুষের সাথে রাগ করার, ধমক ও গালি দেওয়ার, গর্ব-অহংকার এবং টিটকারির জন্য আল্লাহ মুখ দেন নাই। যারা বোবা বা তোতলা তাদের কথা কী কখনও চিন্তা করে দেখেছ। তাদের কথা বলতে এবং ইশারায় ও ভাব-ভঙ্গিতে মানুষকে কোন কিছু বুঝাতে কতইনা কষ্ট হয়। তারা দেখতে আমাদের মত সুন্দর। তাদেরও আমাদের মত নাক, কান, চোখ ও মুখ সবই আছে। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদেরকে আমাদের মত সুন্দর করে কথা বলার শক্তি দেন নাই, তাই তারা তোতলা বা বোবা।

মহান আল্লাহ মেয়েদের বিশুদ্ধ ও সুন্দরভাবে কথা বলার বিশেষ যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করেছেন। এজন্যই তো ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের ভয়েস বা কণ্ঠস্বর অত্যন্ত চিকন, মোলায়েম, মনোরম ও আকর্ষণীয়। তারা বিশুদ্ধভাষী ও সাবলীল বাচনভঙ্গির অধিকারী। আর এজন্যই একই বয়সের একজন ছেলের তুলনায় একজন মেয়ে তার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও স্বামীর নিকট মনের গভীরে লুক্কায়িত কথাগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতে পারে। তাদের কথায় ছন্দ, বাক্য ও অলংকার যেন মধুরতায় ভরা। এ কথা বলার আল্লাহ প্রদত্ত নে'মতকে গান-বাজনা ও খারাপ কাজে ব্যয় করা যাবে না। ইসলামী জ্ঞানার্জন করে সুন্দর ভাল কাজে এ কথার যাদুকে ব্যবহার করে মানুষের হৃদয় জয় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا 'তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত (কালাম) দান করেন এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়' *(বাক্বারাহ হা/২৬৯)*।

সুন্দরভাবে কথা বলা আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ভালভাবে কথা বলার জন্য আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনা এবং সর্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কথা বলা শুরু হবে সালাম দিয়ে। হাদীছে এসেছে, জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, السَّلاَمُ قَبْلَ الْكَلاَمِ 'কথার পূর্বে সালাম দিতে হবে' *(তিরমিযী হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/৪৬৫৩, সনদ হাসান)*।

প্রথমে সালাম দেওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রিয় যে প্রথমে সালাম দেয় *(আবুদাউদ হা/৫১৯৭; মিশকাত হা/৪৬৪৬)*। অন্যত্র

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَفْشُوا السَّلاَمَ كَـى تعلـــوا 'তোমরা পরস্পরে সালাম বিনিময় কর, তাহলে তোমরা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হবে' *(আত-তাগীব হা/২৭০১)*। সোনামণিরা! উক্ত তিনটি হাদীছের মাধ্যমে আমরা সালাম দেওয়ার ও কথা বলার মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত হলাম। আমরা সবার সঙ্গে কথা বলার পূর্বে সালাম দিব এবং হাসিমুখে কথা বলব ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) মুচকি হেসে কথা বলতেন। আব্দুল্লাহ ইবনু হারেছ ইবনে জাযই (রাঃ) বলেন, مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَـــرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وســـلم 'আমি রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক মুচকি হাসি হাসতে দেখিনি' *(তিরমিযী হা/৩৬৪১, মিশকাত হা/৪৭৪৮, সনদ ছহীহ)*।

তোমাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী ভলবাস কাকে? সবাই এক বাক্যে উত্তর দিবে আমার মাকে, অতপর পিতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী, স্ত্রী তার স্বামীকে ইত্যাদি বলতে থাকবে। এখন যদি প্রশ্ন করি মাতা-পিতা ও আত্মীয় স্বজনকে সালাম দাও কী? বেশির ভাগ উত্তর হবে না। প্রতিদিন পিতা-মাতা সহ সকলকে সালাম দেওয়ার অর্থ হচ্ছে তাদের জন্য দো'আ করা এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। কারণ সালামের অর্থ আমরা সকলে জানি তারপরও বলছি, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার মায়ের উপর তোমার শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ কর'। প্রতিদিন এ দো'আ যদি আমরা এটা বার বার করি তাহলে কতই না ভাল হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই পিতা-মাতাকে সালাম দিতে লজ্জাবোধ করি, কুণ্ঠিত হই ও সামাজিকতার দিকে তাঁকাই। এটা মোটেও উচিৎ নয়। চেহারা সুন্দর হলেই, সুন্দর পোশাক পরলেই সুন্দর হওয়া যায় না। চেহারা সুন্দর না হলেও সুন্দর ও আকর্ষণীয় কথা বলা ও ভাল আচরণের মাধ্যমে অনেক ছেলে ও মেয়েকে সবাই ভালবাসে, আদর করে এবং মিষ্টি মুখী বলে হৃদয় নিঙ্গড়ান স্নেহ দিয়ে দো'আ করে।

চলার পথে শিক্ষক ও মুরব্বীদের সাথে সাক্ষাৎ হলে করণীয় :

১. সালাম প্রদান করা ২. ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে প্রয়োজনীয় কথা বলা ৩. দো'আ চেয়ে ও সালাম দিয়ে বিদায় নেওয়া।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে মাদরাসায় যাওয়ার পথে তোমার সমবয়সী এক অপরিচিত ছেলের সাথে দেখা; তাকে সালাম দিবে ও কুশলাদী জিজ্ঞেস করবে। সেও তোমাকে এরূপ জিজ্ঞেস করলে তুমি বলবে, 'আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি'। তাকে জিজ্ঞেস করবে, ভাইয়া কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, 'স্কুলে যাচ্ছি'। তখন তুমি বলবে, 'ভাইয়া, বিকেলে মাঠে এসো একসাথে ক্রিকেট খেলব ইনশাআল্লাহ'। এভাবে অন্যান্য ছেলেদের সাথে সম্পর্ক গড়ে ইসলামী আদব শিক্ষা দেওয়া যায় এবং সংগঠনের দাওয়াতও দেওয়া যায়।

এয়ারপোর্টে আমরা বিদেশী নাগরিকদের তাদের ভাল ব্যবহার ও আচরণের কারণে প্রচুর সহযোগিতা করেছি। কোন কিছু জানার ও জিজ্ঞাসার প্রয়োজন হলে কথা বলার আগে বিদেশীরা বলে, Plese excuse me sir. কাজ শেষে তারা বলে, Thank you sir. এটা তাদের কথার যাদু।

সুন্দর সুন্দর ও মিষ্টি মিষ্টি কথা আর ভাল আচরণের দ্বারা পিতা-মাতার সাথে সন্তানের গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্ক আরও মধুর ও দৃঢ় হয়; আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব এবং অফিস কলিকদের মধ্যে গভীর ভালবাসার সৃষ্টি হয়। এ যেন বিনা সূতার এক অপূর্ব মালা, যা হৃদয়ের গভীরে

www.ahlehadeethbd.org

মাইল ফলকের মত চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে। বর্তমানে পৃথিবীতে যত গোলযোগ, ফেৎনা-ফাসাদ ও মারামারি সবকিছুর জন্যই মূলতঃ খারাপ কথা ও আচরণ দায়ী ।

মানুষের হৃদয়ের গভীরে ঢুকে ভালবাসা ও দো'আ নেওয়ার জন্য কিছু কিছু ভাল কথা ও উত্তম কাজ করতে হয়। যেমন তুমি বাসে ভাল একটি সীটে বসে যাছ। পথিমধ্যে এক বৃদ্ধ ও অসুস্থ রোগী বাসে উঠল। ঠিকমত দাঁড়াতে পারছে না। তুমি যদি তাঁকে সালাম দিয়ে বল, দাদু ভাইয়া! 'আমার সীটে বসুন, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন'। তখন দেখবে বৃদ্ধ দাদু মন খুলে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে তোমার জন্য দো'আ করছে।

সোনামণিদের সুন্দরভাবে মার্জিত ভাষায় কথা বলা ও উত্তম আচরণ শিখানোর জন্য প্রধান ও প্রথম শিক্ষক, পিতা-মাতা। অতঃপর স্কুল-মাদরাসার শিক্ষকগণ এবং শিশু সংগঠনের সাথে জড়িত সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ।

আল্লাহ প্রদত্ত সুজলা-সুফলা, মায়াময়, ছায়াঘেরা, শস্য-শ্যামল সুন্দর আমাদের এ বাংলাদেশ। এসো **'সোনামণি প্রতিভা'**-এর মাধ্যমে এদেশের প্রায় ৮ কোটি সোনামণির সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে সকলের সাথে মোলায়েম-মনোরম, আকর্ষণীয়, বিশুদ্ধ, সাবলীল ও সুন্দরভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে মুচকি হেসে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা শিখি। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইসলামে কথা বলার শিষ্টাচার বিষয়ে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে উত্তম ও সুন্দরভাবে কথা বলার ইসলামী শিষ্টাচারের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করার এবং এর মাধ্যমে মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়ার তৌফিক দান কর-আমীন!!

২. সোনামণি সংগঠনের অগ্রযাত্রা

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রাসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

যাবতীয় হামদ ও ছানা সেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য, যার অশেষ কৃপায় আমরা বেঁচে আছি তাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর যার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সোনামণি সংগঠনের অগ্রযাত্রা।

প্রিয় সোনামণি বন্ধুগণ! এই বসুন্ধরায় আল্লাহ্‌র অসংখ্য নে'মত আছে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাতা-পিতা এবং মাতা-পিতার কাছে সন্তান-সন্ততি। মাতা-পিতা চায় তার ছোট্ট ছেলে-মেয়েরা আদর্শবান হিসাবে গড়ে উঠুক। অর্থাৎ ফুলের মত জীবন গঠন করুক। ফুল কিন্তু সবার কাছেই প্রিয়। আবার ফুলের মধ্যে গোলাপ ফুল ভাল লাগে। আবার যদি ফুলটি লাল রংয়ের হয় তাহলে সবারই খুবই প্রিয়। একবার চিন্তা করুন লাল গোলাপটি কেমন লাগবে? অবশ্যই ভাল লাগবে। ঠিক তেমনিভাবে সকল সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে মানুষ। আর মাতা-পিতা চায় তার ছেলে-মেয়েরা লাল গোলাপের মত হোক। গোলাপ ফুল ছিড়তে গেলে খুব সাবধানতার সাথে ছিড়তে হবে, যেন হাতে কাটা না ফুটে। ঠিক তেমনিভাবে শিশুদের জীবন গঠনের জন্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যেন তাদের ঈমান হরণ না হয়। তারাই আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের যদি ঈমান নষ্ট হয় তাহলে জাতি অধঃপতনের অতল তলে তলিয়ে যাবে এবং ছোট শিশুদের যদি আমরা ছোট বেলা হতে সঠিক শিক্ষা দিতে পারি তাহলে আমাদেরকে তারা একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ উপহার দিবে। দার্শনিক ও বিজ্ঞানী নোপোলিয়ন বলেন, 'আমাকে

www.ahlehadeethbd.org

একটি শিক্ষিত মাতা উপহার দাও আমি একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দিব'।

স্নেহের সোনামণিরা! মাতা-পিতার কর্তব্য হল শিশু-কিশোরদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। এই সব কথা চিন্তা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ছোট শিশু-কিশোরদেরকে সোনার মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে ১৯৯৪ সালের ২৩ শে সেপ্টেম্বর রোজ শুক্রবার দারুল ইমারত আহলেহাদীছ মারকাযী জামে মসজিদ নওদাপাড়াস্থ রাজশাহীতে বাংলাদেশের ২৫টি যেলা হতে আগত প্রায় দু'শতাধিক সুধী ও ওলামায়ে কেরাম এর সম্মুখে পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের আলোকে **'সোনামণি'** এই সুন্দর নামটি ঘোষণা করেন। অধিবেশনে উপস্থিত সকলে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে তা সমর্থন করেন এবং ঐ দিন হতেই **'সোনামণি'** সংগঠনের অগ্রযাত্রা, যা আজ পর্যন্ত অব্যহত গতিতে চলছে।

সোনামনি বন্ধুগণ! আমাদের প্রাণ প্রিয় ছোট্ট শিশুরা যেন পবিত্র বাক্য অর্থাৎ তাওহীদ ও প্রশংসিত পথ অর্থাৎ সুন্নাতে রাসূলের পথে চলে জান্নাতে স্বর্ণ-কংকর ও মণি-মুক্তার অধিকারী হতে পারে সেই মহান আশা-আকাংখা নিয়ে সেদিন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. গালিব স্যার এই প্রিয় **'সোনামণি'** নামটি নির্বাচিত করেছিলেন। এই নামটি যতার্থ হয়েছে এবং এর মর্মকথাও ব্যাপক। ঐ দিন হতে হাঁটি হাঁটি পা পা করে এগিয়ে চলেছে এই সংগঠন। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি দিয়ে যেরকম সমুদ্র তলিয়ে যায় ঠিক তেমনি সোনামণি সংগঠন সেদিন হতে আজ পর্যন্ত কখনও বা দ্রুত কখনও বা মন্থর গতিতে বাংলার বুকে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রিয় সোনামণি ভাই ও বোনেরা! প্রত্যেকটি সংগঠন বা ব্যক্তির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কাজেই সফল হওয়া যায় না। আমাদের ও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে যে 'শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি ও তদুনযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।' এবং আমাদের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া।'

বাংলাদেশের বুকে প্রায় ২২ টির মত শিশু-কিশোর সংগঠন আছে। তাদের কারো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই কারো বা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নাচে, নাচ গান শিখা, কারো বা লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি বা মানুষের আদর্শে জীবন গড়া। সোনামণি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান সূরা আহযাবের ২১ নং আয়াতের আলোকে মূলমন্ত্র নির্বাচন করেন। ১৯৮৬ সালের ৩১ জানুয়ারী সোনার বাংলা পত্রিকার অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন, যে মাযহাবের লোক বেশি তারা সেই মাযহাবের তরীকানুযায়ী দেশ চালাবে। তাহলে রাসূল (ছাঃ) কোন মাযহাবের চার একটি মাযহাবের অনুসারী ছিল? চার ইমামের সাথে কি রাসূল (ছাঃ) এর সাক্ষাৎ হয়েছিল? যদি কোন ব্যক্তি কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম এবং অন্যরা পথভ্রষ্ট। আমাদেরকে মাযহাব পরিহার করে অহীর পথে চলতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন আমার উম্মতেরা ৭৩ টি দলে বিভক্ত হবে এবং ৭২ টি দলের লোক জাহান্নামে যাবে এবং মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে। তখন ছাহাবীগণ প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) আমরা কোন দলের অন্তর্ভূক্ত তিনি

www.ahlehadeethbd.org

বললেন যে আমার ও ছাহাবীদের পথে চলবে তারাই ফিরকায়ে নাজিয়াহ বা আহলেহাদীছ বা উম্মাতে মুহাম্মাদী। আল্লাহ আমাদেরকে মাযহাবের আবদ্ধ জিঞ্জির হতে রক্ষা করুন-আমীন!

এদেশের বুকে প্রায় ২২ টি শিশু সংগঠন আছে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ফুলকুড়ি, আলোর প্রদীপ, কমল প্রদীপ, রুপালী, কঁচিকাঁচা, চাঁদের হাট, আবল তাবল। এরা ছবি আঁকে নাটক, খেলাধুলা, নাচ-গান ইত্যাদি করে। কিন্তু এদের জীবনের কোন লক্ষ্য নেই এরাই কি দেশের ভবিষ্যৎ?

প্রিয় সোনামণি ভাই-বোনেরা! সোনামণিদের ১০ টি গুনাবলী আছে, প্রত্যেক বস্তু, ব্যক্তি বা যে কোন জিনিসের কিছু না কিছু গুণাবলী আছে ঠিক সোনামণিদেরও গুণাবলী আছে তা অন্যান্য সংগঠন হতে ভিন্ন। গুণাবলীতে বলা হয়েছে যে, আওয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করতে হবে, মাতা-পিতা, শিক্ষক ও মুরুব্বক্ষীদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। ছোটদের স্নেহ করা, বড়দের সন্মান করা সত্য কথা বলা ওয়াদা পালন করা এবং আমানত রক্ষা করা। কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী বই পুস্ত ক অধ্যায়ন করা। প্রতিদিন হালকা ব্যায়াম করা। সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্য করা। বৃথা তর্ক ঝগড়া ও মারামারি পরিহার করা এবং আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। সকল শুভ কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা এবং আলহামদুলিল্লাহ বলে শেষ করা।

স্নেহের সোনামণিরা! অন্যান্য সংগঠনের মত সোনামণি সংগঠনের ও নীতিবাক্য আছে ৫ টি তবে সেগুলো ভিন্ন সেখানে বলা হয়েছে সকল অবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা করা ও রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করা। সৎ চরিত্রবান হওয়া এবং ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা, আদর্শ পরিবার গড়া দেশ ও জাতির সেবায় নিজের জীবন কুরবান করা। এখানে নিজের চেয়ে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে অথচ অন্যান্যরা অন্যের চেয়ে নিজেকে প্রাধান্য দিচ্ছে তাহলে আপনি একটু চিন্তা করুন সোনামণি কেমন সংগঠন।

প্রিয় বন্ধুরা! সোনামণিদের দাওয়াতের কার্যক্রম চালানোর জন্য এই সংগঠনের ৪ দফা কর্মসূচী, তা'লীমী বৈঠকের সূচী ইত্যাদী বিভিন্ন বিষয়ে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন আছে এবং সোনামণিদের জ্ঞান ও মেধা বিকাশের জন্য 'জ্ঞানকোষ-১ ও ২' নামের দুটি বই রয়েছে। সেখান থেকে সোনামণিরা দেশ-বিদেশের নানা ধরণের খবরা-খবর জানতে পারে। এবং তাদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন ধরণের ধাঁধাঁ কৌতুক সহ নানা ধরণের বিষয় সেখানে রয়েছে। এবং শিশুদের মেধা বিকাশের জন্য মারকায এলাকার পক্ষ হতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে সৃজনশীল মেধা বিকাশের মহান মাধ্যম **'সোনামণি প্রতিভা'** নামক পত্রিকা। এই পত্রিকাতে আছে কুরআনের আলো, হাদীছের আলো, প্রবন্ধ, কাবিতা, হাসির গল্প ও কৌতুক, দেশ পরিচিতি, ভাষা শিক্ষা সহ জ্ঞান বিকাশের নানা মাধ্যম। এই পত্রিকাতে সাধারণত ছোট ছোট কঁচি কাঁচা শিশুদের কঁচি হাতের লেখা প্রকাশ করা হয়। এবং তাদের লেখার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। এই প্রতিভাতে যখন একজন সোনামণির লেখা প্রকাশ করা হয় তখন সে সোনামণি তার প্রাকাশিত লোখাটি তার মা, বাবা, ভাই, বোন সহ বন্ধু-বান্ধবদের দেখায় সে খুবই খুশী হয়। তার একটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার কারণে সে আরো লেখার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠে এবং একদিন সে বড় কবি, সাহিত্যিক বা উন্নতমানের মানুষে পরিণত হয় মাত্র একটি

www.ahlehadeethbd.org

লেখা প্রকাশ করার জন্য। অপর দিকে অন্যান্য সংগঠনের শিশুরা গান, বাজনা ও খেলাধুলা করে দিন শেষ করে দেয়। কিন্তু সোনামণিরা নির্দিষ্ট রুটিন মাফীক জীবনযাপন করে এবং সোনামণি সংগঠনের দায়িত্বশীলদের সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য শপথ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু অন্যরা শুধুমাত্র কর্মসূচীর জন্য শপথ গ্রহণ করে। সোনামণিদের রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন করতে হবে কিন্তু অন্যদের কোন নির্দিষ্ট আদর্শ নেই বরং কোন ব্যক্তির আদর্শে জীবন গড়তে হবে।

সোনামণিদের সকল নীতিমালা অপরিবর্তনশীল। কিন্তু অন্যান্য সংগঠনের ইচ্ছামত নীতিমালা পরিবর্তনশীল। অন্যান্য সংগঠন হতে সোনামণি সংগঠনের সমস্ত নিয়ম-কানুন ও নীতিমালা ভিন্ন। সোনামণি সংগঠন হল হক্ব সংগঠন ও রাসূলের আদর্শে আদর্শিক সংগঠন। তাই আমাদের উচিৎ সোনামণি সংগঠনে যোগ দেওয়া।

পরিশেষে বলছি হে আল্লাহ আমরা পাপী বান্দা-বান্দীরা তোমার নিকট প্রার্থনা করি তুমি সোনামণিদের রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসৃত পথে চলে অহীর বিধান গোটা বসুন্ধরায় ছড়িয়ে দেওয়ার তাওফীক দান কর। অতঃপর সোনামণি, যুবসংঘ, আন্দোলন ও মহিলা সংস্থাকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত এই দুনিয়ার বুকে হক্বের দাওয়াত দেওয়ার তাওফীক দান কর। এবং এই সোনামণি সংগঠনের সমস্ত দায়িত্বশীলরা যেন ভ্রাতৃত্ব বন্ধন বজায় রাখে এবং এই 'সোনামণি প্রতিভা' যেন সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। সাথে সাথে এর পাঠক-পাঠিকা ও লেখক-লেখিকা সংখ্যা যেন বৃদ্ধি পায় ও পথহারা মানুষেরা যেন পথের দিশা পায় এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত যেন এই পত্রিকা আল্লাহ অমর করে রাখেন-আমীন!

৩. রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য

আব্দুর রহীম বিন নযরুল ইসলাম
গড়ের ডাঙ্গা, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

জাহেলী যুগে লোকদের স্বাভাব ছিল যে তারা সত্য পন্থীদেরকে কপট ও দুনিয়াদার বলে দোষারোপ করত। মহান আল্লাহ তাদের এই স্বভাবের প্রতিবাদ করেছেন যা ইতিপূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-এর মুখ দিয়ে পাক কালামে শুনেছি *(নবীদের কাহিনী/১ম খণ্ড)*।

জাহেলী যুগের স্বাভাব ছিল তারা সত্য পথ হতে মুখ ফিরিয়ে নিত অহংকার করে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু *(বাকারাহ ২/২০৮)*। তোমরা পূর্ণাঙ্গ ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এর অর্থ হল যাতে এমন না হয় যে ইসলামের কিছু বিষয় মেনে নিলে আর কিছু বিষয় মানতে গিয়ে গোড়ামী করতে থাকলে। তাছাড়া কুরআন ও সুন্নাহ হতে বর্ণিত পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধানের নামই হচ্ছে ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যেগুলে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে তা মেনে নেওয়ার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদীছে বিশেষভাবে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছে তা তোমরা মেনে নাও আর নিষেধ করেছে তা থেকে বিরত থাক *(হাশর-৭)*। অপর জায়গায় আল্লাহ বলেছেন, 'যদি তোমরা তাঁর (মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর) আনুগত্য কর তাহলে সত্য পথ পাবে। আর রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেয়া *(নূর-৫৪)*। তিনি আরো বলেন, 'হে

www.ahlehadeethbd.org

ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর এবং শোনার পর তা থেকে বিমুখ হয়ো না *(আনফাল-২০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যা কিছু বর্ণিত স্পষ্টরূপে এসেছে তা মেনে নেওয়া জরুরী। কেননা, তিনি কোন কথা বানিয়ে বলেন না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনি কখনও নিজের পক্ষ থেকে কোন কথা বলেন না তিনি যা কিছু বলেন তার সব কিছুই অহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়। তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন প্রবল শক্তির এক ফেরেশতা *(নাজম/৩-৫)*। অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ) কোন কিছু নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে বলার অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বানিয়েও বলেননি। তাই কোন ব্যক্তি পক্ষ থেকে ইসলামী শরীয়তের মধ্যে কিছু বানিয়ে বলা হলে কোন অবস্থাতেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তা সেটা ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈ বা ইমামগণের যে কারো বক্তব্য হোক না কেন। কারণ মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত রায়ের উপর দ্বীন নির্ভরশীল নয়। দ্বীন কারোর মতামতের উপর সাব্যস্ত হয় না। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি ধর্ম ব্যবস্থা (মানব সাধারণের) বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হত তবে মোজার উপরিভাগ মাসেহ করার চেয়ে নীচের দিক মাসেহ করাই উত্তম হত। অথচ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দেখেছি তিনি তার দু'মোজার উপরে মাসেহ করেছেন *(মিশকাত হা/৫২৫; ছহীহ, আবু দাউদ হা/১৬২, বুলুগুল মারাম আরবী হা/৫৭ পৃঃ২৭ বুলুগুল মারাম বাংলা হা/৫৮ পৃঃ ২৩; ৫ম পরিচ্ছেদ, মোজার উপর মাসেহ করার অধ্যায়)*।

যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা করল সে আল্লাহর অবাধ্যতা করল। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই মানুষের মধ্যে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড (ছহীহ বুখারী)। যে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সমস্ত বিধি-বিধান মেনে নিল দলিল প্রমাণ সহ সে হক্ব এর উপর থাকবে আর যে এর অবাধ্যতা করবে সে বাতিল কে মেনে নিল। কারণ মুহাম্মাদ (ছাঃ) হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যকারী আর অন্ধ অনুসরণ হক্ব এর পথে বড় বাধা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা নিজেদের আমল সমূহকে বিফল করে দিয়ো না *(সূরা মুহাম্মাদ-৩৩)*। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ না করে অন্যভাবে আমল করলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে তা সে যে ব্যক্তিই আদেশ দিক না কেন। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষন না তারা তাদের যাবতীয় মতবিরোধের ফায়সালায় তোমাকে (মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শর্তহীনভাবে) সমাধান হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তুমি (মুহাম্মাদ (ছাঃ)) যা ফায়াছালা করবে সে ব্যাপারে তাদের মনে আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ থাকবে না বরং তোমার সিদ্ধান্ত তারা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিবে *(নিসা-৬৫)*।

ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত হল সর্বক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত ফায়ছালাকে কোন প্রকার সংকোচবোধ ছাড়াই মেনে

www.ahlehadeethbd.org

নেয়া। ছহীহ সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে ছাহাবীগণও খুবই কঠোর ছিলেন এজন্যই তো প্রতিটি মাযহাবের ইমামগণ ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে বলে গেছেন। তাই কোন ব্যক্তি যদি বলেন আমি মাযহাবের অনুসারী আমি এ মাযহাব ছাড়া আর কিছু মানি না, তাহলে তাদের এই কথা শুধু মাত্র ছহীহ হাদীছকে প্রত্যাখ্যান করার বাহানা মাত্র কারণ তাদের কথার সাথে ইমামগণের কথার কোন মিল নেই তারা মাযহাবের অনুসারী হিসেবে গণ্য হবে না। বরং গোঁড় হিসেবে গন্য হবে। আর কোন ব্যক্তি ভুলের উর্দ্ধে নয় কোন কোন আলেম আছে যারা সব বিষয়ে গন্থ রচনা করেছেন তাই বলে এর অর্থ এই নয় যে তিনি সকল বিষয়ে সমান পারদর্শী এবং তিনি কোন ভুল করেননি। ব্যক্তি হিসেবে কেউ কোন সিদ্ধান্ত দিলে সেটা সঠিকও হতে পারে আবার বেঠিকও হতে পারে। যদি সেটা ছহীহ দলীলের সাথে মিলে তাহলে সেটা সঠিক আর না মিললে বাতিল বলে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে কোন উমামের উপর সমস্ত ফতোয়া সঠিক এরূপ বিশ্বাস রাখাও ভুল। কারণ ইমামের যাতবীয় ফতোয়া অনুযায়ী যে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত নয় বরং ইমামের মতের বিপরীতে শিষ্যদের ফতোয়া অনুযায়ীও সেই মাযহাব চলতে পারে এবং সেটিই মাযহাবের সিদ্ধান্ত হিসাবে গৃহিত হতে পারে। কে কি বলল সেটা দেখবার বিষয় নয় বরং প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরজ হল আল্লাহ ও তার নবীর অনুসরণ করা। তাই কোন ব্যক্তির আমল নবী (ছাঃ) এর ছহীহ হাদীছ বিরোধী প্রমাণিত হলে সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যাগ করতে হবে। অথচ আজ পৃথিবীর অবস্থা দাড়িয়েছে এমন যে, রাসূলের আগে নেতার মান। নেতা যা বলবে তাই করতে হবে। তা রাসূলের আদেশের বাইরে হোক বা রাসূলের আদেশের মধ্যে। আর এই লোকগুলির জন্যই বর্তমানে মানুষ ইসলাম থেকে ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধাবিত হচ্ছে দুনিয়াদারীর দিকে। অথচ তারা একবারও খেয়াল করে না যে এর জন্য তাদেরকে ভোগ করতে হবে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। যে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সেই কিয়ামতের দিন তার সেই নেতা বা তার সেই আনুগত্যের মানুষটি ছুটাছুটি করবে। সেদিন তার কাছে এক পয়সার দামও থাকবে না সেই আনুগত্যের। মূলত মানুষের এই হীন মন্যতার প্রধান কারণ হচ্ছে শয়তানের ধোকা। যে শয়তান মানুষের জন্যই আল্লাহর কাছে অবাধ্যতার পাত্রে পরিণত হয়েছে সে শয়তানের তো মানুষের উপর রাগ থাকাটাই স্বাভাবিক। আর এর জন্য সে মানুষকে সর্বদা পরিচালিত করার চেষ্টা করে ভ্রান্তিকর পথে। যে পথ রাসূলের বিরোধী। যে পথে রয়েছে ভ্রষ্টতা। তাই সর্বদা এই দিকগুলি খেয়াল রেখে জীবনের সর্ব বিষয়ে রাসূলের আনুগ্যকে বজায় রাখতে হবে। আর এর মাধ্যমেই সম্ভব আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে তার অফুরন্ত নে'আমতের ভান্ডার জান্নাতে প্রবেশ করা। আল্লাহ আমাদেরকে সকল ব্যক্তির মতামত কে বাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথাকে অগ্রাধিকার দিয়ে সত্যকে মেনে নিয়ে সত্য পথের উপর থেকে যেন আমরা সকলে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি আল্লাহ আমাদের সে তৌফিক দান করুন -আমীন!

www.ahlehadeethbd.org

বহুমুখী তথ্য কণিকা

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় কিছু স্থান

-প্রতিভা ডেস্ক

দিন দিন মানুষ যান্ত্রিক হয়ে উঠছে। বিনোদনের নানান মাধ্যম তৈরি হলেও প্রাকৃতিক স্থান ও নান্দনিক কিছু স্থাপত্যের আবেদন ফুরায়নি কিনচিতও । প্রতিবেশী দেশগুলোতেই রয়েছে এ রকম কিছু আকর্ষণীয় পর্যটনস্থান। যেখানে তুলনামূলক কম খরচেই ছুটে যাওয়া যায়। উপভোগ করা যায় জীবনের কিছু সুন্দর মুহূর্ত। এসব নিয়ে আমাদের এই সংখ্যার আয়োজন–

(ক) ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কলকাতা (ভারত) : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেশের বাইরে ভ্রমণের কথা উঠলে সবার আগে উচ্চারিত হয় যে দেশটির নাম, তা হল ভারত। পর্যটনকে কেন্দ্র করে অনেকদূর এগিয়েছে দেশটি। আর আমাদের দেশের পর্যটকরা ভারত ভ্রমণ শুরু করেন কলকাতার মাধ্যমে। যেমন : ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বিড়লা তারাম-ল, নিকোপার্ক, অ্যাকুয়া পার্ক - ইত্যাদি। কলকাতায় গেছেন অথচ ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল দেখেননি এমন লোক খুব কমই আছেন। যেসব স্থাপনা ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিহ্ন বয়ে বেড়াচ্ছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। মানুষের কাছে এটি পুরনো মনে হয় না। বার বার দেখা সত্ত্বেও ছুটে যাই সেখানে। প্রকৃতপক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল রানী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ। এর নির্মাণ শুরু হয় ১৯০৬ সালে। এরপর সৌধটির উদ্বোধন হয় ১৯২১ সালে। আয়ারল্যান্ডের বেলফাষ্ট সিটি হলের স্থাপত্যশৈলীর আদলে এ স্মৃতিসৌধের নকশা প্রস্তুত করেন স্যার উইলিয়াম এমারসন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে তাকে বলা হয়েছিল ইতালিয়ান রেনেসার স্থাপত্যশৈলীতে এটি নির্মাণ করতে। শুধু ইউরোপীয় স্থপত্যের আদলে গড়েতে বিরোধিতা করেন উইলিয়াম । তিনি তার কাজে মোগল ছাপও যুক্ত করেন। তাই এটি দেখতে অনেকটা আগ্রার তাজমহলের মত। স্মৃতিসৌধটিকে ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশাল এক উদ্যান। এ উদ্যানের নকশা করেছিলেন লর্ড রেডেসডেল ও জন প্রেইন। তখন থেকে আজও উদ্যানটি ধরে রেখেছে তার সৌন্দর্য। কলকাতাবাসী সকাল-বিকালে প্রকৃতির ছোয়া পেতে ছুটে আসেন এখানে। বেশি ভিড় পরিলক্ষিত হয় প্রাতঃভ্রমণের সময়।

(খ) প্রাচ্যের সাহারা রাজস্থান (ভারত) : পাহাড় সমুদ্র ও বরফের মিতালী দেখার পর অনেকের সাধ জাগে মরুভূমির ছোঁয়া পেতে। মরুভূমির কথা উঠলে সবার আগে উচ্চারিত হয় মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার সাহারা মরুভূমির কথা। অথচ অনেকেই জানি না আমাদের আশপাশেও অনেক বিখ্যাত মরুভূমি রয়েছে। এ রকম একটি মরুভূমি হলো ভারতের খুরি। এটি রাজস্থানে অবস্থিত। অনেকেই একে প্রাচ্যের সাহারা বলে থাকেন। এ মরুভূমিকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাজস্থান বিশ্ব পর্যটকের নজরে আসতে সক্ষম হয়েছে। এখান থেকে পেতে পারেন মরুভূমির উষ্ণছোঁয়া। জয়সলম থেকে ৪০ কিলোমিটার পেরুলেই খুরি মরুভূমির সীমানা। রাস্তায় যানবাহন খুব একটা দেখা যায় না। শুধু পর্যটকদের আনা-নেওয়ার জন্য রয়েছে কিছু বাস।

www.ahlehadeethbd.org

প্রকৃতপক্ষে খুরি হলো এ মরুভূমির বহু পুরনো একটি গ্রাম। পাকিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন গ্রাম হলেও রাজস্থানের অন্য ১০ টি গ্রামের মতই শান্ত। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীনত্ব নিয়ে খুরি ঐতিহ্যশালী। গেস্ট হাউস ছাড়াও আছে তাঁবুতে রাত কাটানোর রোমাঞ্চকর সুযোগ। পর্যটন শিল্পের কথা চিন্তা করে এখানে বিদ্যুৎ সরবারহ নিশ্চিত করা হয়েছে। পান-ভোজনের আয়োজন থাকে পর্যাপ্ত। এমনকি বুফে সিস্টেমে ডিনারও করা যায়। ডিনারের আগে হয় ক্যাম্প-ফায়ার। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ না করে কেউ থাকতে পারবে না। মাঝখানে আগুন জালিয়ে চারদিকে বিভিন্ন দেশের পর্যটক নিজেদের কথাবার্তা ভাগ করে নেই। পাকিস্তান সীমান্ত যতই কাছে হোক, খুরির বাতাসে নেই বারুদের গন্ধ। কানে বাজে রাজস্থানী লোকগীতির সুর।

(গ) পাহাড়ের রাণী দার্জিলিং (ভারত) : যারা পাহাড়ের সঙ্গে নীল আকাশের মিতালী দেখতে চান তাদের প্রথম পছন্দ দার্জিলিং। শুধু পাহাড় ও আকাশই নয় এখানে শীতকালে দেখা যায় পাহাড় আর বরফের মিতালী। কারণ হিমালয় কণ্যা মাউন্ট এভারেস্টের নিকটবর্তী হওয়ায় শীতকালে শহরটির তাপমাত্রা থাকে উপভোগ করার মত। দিনাজপুর-হিলি-ভারতের-জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি হয়ে সড়ক পথে যাওয়া যায় দার্জিলিংয়ে। শিলিগুড়ি থেকে নিয়মিত জিপ ও ছোট ছোট গাড়ি যায় দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি থেকে সরাসারি টয় ট্রেনে করে ওঠা যায় দার্জিলিং শহরে। তবে এত সময় লাগে প্রায় সাত-আট ঘন্টা। আর গাড়িতে ওঠতে লাগে প্রায় তিন ঘন্টা। আঁকা বাঁকা পাহাড়ি পথ বেয়ে গাড়ি চলার বিরতিতে বিভিন্ন ছোট ছোট টি স্টলে পান করতে পারা যায় দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী চা-এর পাশাপাশি বিখ্যাত খাবার 'ম ম'। দার্জিলিং ঘুরতে যেয়ে 'ম ম' না খেয়ে আসা লোক খুব কমই রয়েছে। মূল শহরকে স্থানীয় লোকেরা 'ম্যালে' নামে ডাকে। এ ম্যালেকে ঘিরেই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট-বাজার। সবচেয়ে মজার ব্যাপার–সন্ধ্যার আগেই রাস্তা ঘাট, হাটবাজার ফাকা হয়ে যায়। এখানকার বেশিরভাগ মানুষ আরামপ্রিয়। ঘরে বসেই কাটাতে চাই। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে সন্ধ্যার পর তেমন একটা লোকজন থাকে না। থাকেন শুধু পর্যটকরা। ইচ্ছামতো হাটাহাটি করেন তারা। ক্রয় করেন তাদের পছন্দমতো জিনিসপত্র। দার্জিলিংয়ে দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো– হিমালয়ান মাউন্টেরিয়ান ভিলেজ, চিড়িয়াখানা, স্টেডিয়াম, রক গার্ডেন গঙ্গামাইয়া। মাঝে রক গার্ডেন ও গঙ্গামাইয়া বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। সম্প্রতি খুলে দেওয়া হয়েছে এই স্পটগুলো। আরও আছে ব্রিটিশ আমলের কিছু স্কুল-কলেজ, যা আজও মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি এলাকায়। সর্বত্রই ব্রিটিশ ঐতিহ্যের ছোঁয়া। দার্জিলিং থেকে তিন হাজার ফুট অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ হাজার ফুট উপরে টাইগার হিলের অবস্থান। এখান থেকে সরাসরি হিমালয় পাহাড় দেখা যায়। সারাদিন দূর থেকে হিমালয়কে রুপালি রঙে দেখা গেলেও ভোরের চিত্র থাকে সম্পূর্ণ অন্যরকম। সূর্য ওঠার সময় হিমালয়কে মনে হয় সম্পূর্ণ সোনার তৈরি। সূর্যের সোনালী কিরণ ছড়িয়ে থাকে হিমালয়ের গায়ে। এ দৃশ্য উপভোগ করার জন্য ভোর রাতেই রওনা

www.ahlehadeethbd.org

দিতে হয় টাইগার হিলের উদ্দেশ্যে। সত্যিই তখন মনে হবে প্রকৃতিই পারে মানুষকে নির্মল আনন্দ দিতে।

(ঘ) প্রেমের তাজমহল আগ্রা (ভারত) : যে কয়টি স্থাপত্যের ওপর ভারত পর্যটনশিল্প দাঁড়িয়ে, সেগুলোর মধ্যে আগ্রার তাজমহল অন্যতম। কেউ কেউ তাজমহলকে ভারতের পর্যটন শিল্পের মেরুদন্ড বলে থাকেন। ভারতে ঘুরতে এলে ভ্রমণ পিপাসুদের কাছে প্রথম পছন্দ থাকে তাজমহল। বিশেষ করে নতুন বিবাহিতদের কাছে সৌধটির আকর্ষণ অন্যরকম। এ কারণে আগ্রার সঙ্গে দেশের সব শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নতি করা হয়েছে। এ ছাড়া দিল্লি থেকে সড়ক পথের দূরত্ব খুব একটা বেশি না হওয়ায় বাইরের পর্যটকরা আগ্রায় ভিড় করেন। অন্যদিকে তাজমহলের কাছাকাছি এলাকায় মোগল স্থাপত্য ও দুর্গ রয়েছে। রয়েছে সম্রাট আকবরের বিলাস বহুল দুর্গ। মোগল সম্রাট শাজাহান তার স্ত্রী আরজুমান্দ বানু বেগম যিনি মমতাজ নামে পরিচিত, তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব তাজমহল নির্মাণ করেন। সৌধটি নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে যার কাজ সম্পন্ন হয় প্রায় ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে। তাজমহল ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়। এটি তৈরি হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী নকশার ওপর, বিশেষ করে পারস্য ও মোগল স্থাপত্য অনুসারে। তাজমহলের চত্বরটি বেলে পাথরের দুর্গের মতো দেয়াল দিয়ে তিন দিক থেকে বেষ্টিত। নদীর দিকের পাশটিতে কোনো দেয়াল নেই। এই দেয়াল বেষ্টনীর বাইরে আরও সমাধি রয়েছে। যার মধ্যে শাজাহানের অন্য স্ত্রীদের সমাধি এবং মমতাজের প্রিয় পরিচারিকাদের একটি বড় সমাধি রয়েছে। এই স্থাপত্যসমূহ প্রধানত লাল বেলে পাথর দ্বারা তৈরি, দেখতে সে সময়ের ছোট আকারের মোগল সাধারণ সমাধির মত। তাজমহলে ঢোকার প্রধান ফটক বা দরজাও তৈরি হয়েছে মার্বেল পাথরে। দরজাটির নকশা ও ধরন মোগল সম্রাটদের স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাজমহল ঘুরতে গেলে যে বিষয়টি মনে রাখা জরুরি তা হলো– দেশীয় পর্যটক ও বিদেশি পর্যটকদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রবেশ মূল্য রাখা আছে।

(ঙ) কাঠমুন্ড (নেপাল) : কাঠমুন্ড শহর প্রকৃতপক্ষে তিনটি শহর নিয়ে গঠিত হয়েছে। কাঠমুন্ড, ভক্তপুর ও পাটন বা ললিতপুর। ললিতপুর হলো নেপালের প্রাচীন রাজবংশের আবাস্থল। ১২শ' শতকের রাজপ্রাসাদ ও অভিজাতদের প্রাসাদসহ পুরো এলাকাটি পর্যটকদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। এখানে কোন আধুনিক স্থাপনা নির্মাণ নিষিদ্ধ। এ এলাকার সঙ্গেই রয়েছে কেনাকাটার জন্য বাজার এলাকা। কাঠমান্ডুতে দেখার মত যেক'টি মন্দির রয়েছে তার মধ্যে বুদ্ধনাথ বা বোধনাথ মন্দির অন্যতম। এটি কাঠমান্ডুর অন্যতম পবিত্র জায়গা বৌদ্ধ ধর্মালোম্বীদের মতে। ধপধপে সাদা মূল মন্দিরটি ঘিরে অসংখ্য উপাসনাগার এবং দোকান রয়েছে। চারিদিকে পায়রা দিয়ে ভরা। এক সঙ্গে দল বেধে উড়ে বেড়ায় এবং দর্শনার্থীরা খাবার দিলে মারামারি করে খায়। অন্যদিকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য রয়েছে বালাজি ওয়াটার গার্ডেন। রয়েছে সাউথ এশিয়ার অন্যতম বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির সম্ভুনাথ স্থপাতে। এটা মাংকি টেম্পল নামেও সুপরিচিত। হাজার খানেক বানরের

www.ahlehadeethbd.org

আবাস্থল। এরা কাউকেও ভয় পায় না, উল্টো তাদের ভয়েই সবাই অস্থির। পারলে তারা পর্যটকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে চায়। হাতে কোনো প্যাকেট নেওয়ার উপায় নেই। আর নগরকোর্টের রিসোর্টে সবাই যায় শুধু সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় দেখতে। কাঠমুন্ডু যেতে হলে সঙ্গে একটি বই নিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট। সেটি হলো সত্যজিৎ রায়ের 'যত কান্ড কাঠমুন্ডুতে'। ফেলুদার বিখ্যাত অ্যাডভেঞ্জার বই। নেপালের ত্রিভুবন এয়ারপোর্ট থেকেই পোর্ট এন্ট্রি ভিসা নেওয়া যায়। তবে ঢাকার নেপাল দূতাবাস থেকে ভিসা নিয়ে যাওয়াই সুবিধাজনক।

(চ) ড্রাগনের দেশ (ভুটান) : ভুটান দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাজতন্ত্র দেশ। কেউ কেউ একে ড্রাগনের দেশ বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। দেশটি ভারতীয় উপমহাদেশে হিমালয় পর্বতমালার পূর্বাংশে অবস্থিত। রাজধানী থিম্পু। অতীতে ভুটানের পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থিত অনেকগুলো আলাদা আলাদা রাজ্য ছিল। ভুটান হলো একটি রাজতন্ত্রবিশিষ্ট দেশ। এখানে বর্তমানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান। ভুটানে অতীতে একটি পরম রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এটি একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। বর্তমানে পর্যটকদের বিচরণ ঘটছে এই দেশটিতে। বহির্বিশ্ব থেকে বহুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে ভুটান প্রাণী ও উদ্ভিদের এক অভয়ারণ্য। এখানে বহু দুর্লভ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাওয়া যায়। এখানে প্রায় ৭০% এলাকা অরণ্যাবৃত। একারণে প্রকৃতিপ্রেমীরা ছুটে আসেন ভুটানে। একটা সময় শুধু সার্কভূক্ত পর্যটকরাই যেতেন। এখন ইউরোপ ও এশিয়ার অন্যান্য পর্যটকরাও আসছেন। এখানকার বৈশিষ্ট হলো, সর্বক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতির ছোঁয়া পাওয়া যায়। আকাশপথের পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে স্থলপথেও ভুটানে যাওয়া যায়। বর্তমানে বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সি এসব প্যাকেজের ব্যবস্থা করে থাকে। তবে শুধু ভুটান নয়, এ প্যাকেজের মধ্যে দার্জিলিং, নেপালের পোখড়া এবং কাঠমুন্ডুও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ছ) পাতায় সমুদ্র সৈকত (থাইল্যান্ড) : একটা সময় বাংলাদেশী পর্যটকরা নির্দিষ্ট একটি গন্ডির মধ্যে ভ্রমণ করত। এ তালিকায় প্রথম পছন্দ থাকত ভারত ও নেপাল। সমুদ্রসৈকত বলতে শুধু ছিল কক্সবাজার। আর এখন এই তালিকায় যোগ হয়েছে নতুন নতুন নাম। ভ্রমণ পিয়াসীরা এখন পাড়ি জমান থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার মতো পর্যটন সমৃদ্ধ দেশে। তবে সমুদ্রসৈকতের ছোঁয়া পেতে সবচেয়ে বেশি ভিড় জমান থাইল্যান্ডের পাতায়ায়। সমুদ্রতীরের ছিমছাম এ শহর ব্যাংকক থেকে মাত্র ২০০ কিলোমিটার দূরে। মূলত রাতের আঁধারে জেগে ওঠা যে কয়টি শহর রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম এটি। রাতের গভীরতা যত বাড়ে, আলোর ঝলকানিও সেই সঙ্গে পাল্লা দেয়। তালে তালে চলে সঙ্গীতের মূর্ছনা। পর্যটকের ভিড় ঠেলা দায় হয়ে ওঠে। নাইট ক্লাব, রেস্তোরাঁ, সমুদ্রের তীর– সব কিছু একাকার। এক কথায় অন্য এক জগৎ। ব্যাংকক থেকে বাসে করে মাত্র দুই তিন ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যায়। এ জন্য আছে বিলাস বহুল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস সার্ভিস। দেড়শ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে সোয়াশত' কিলোমিটার গতিতে ছুটে চলে বাস। সমুদ্রতীরের এই ছিমছাম শহরটি যেন

www.ahlehadeethbd.org

বিনোদনের স্বর্গরাজ্য। ডিস্কো, পাব, গোগো সমুদ্র তীরজুড়ে সাজানো। আমাদের কক্সবাজারের মত বিশাল ঢেউ না থাকলেও বড় মোহনীয়। সমুদ্রের ভিতরে আছে বিশাল বিশাল নৌযান। সেগুলোর একেকটি যেন ছোট্ট শহর। পাতায়া থেকে সমুদ্রের ভিতরে তাকালেই দেখা যায়- অসংখ্য কোরাল দ্বীপ। সেগুলোও দৃষ্টিনন্দনভাবে সাজানো। সবুজের সমারোহের চারপাশে নীল পানি। পাতায়া থেকে লাই জাহাজযোগে যেতে পারেন তেমনই একটি দ্বীপ 'কোলহার্ন'- এ। চারদিকে অসীম জলরাশির মধ্য দিয়ে ছুটে চলার রোমান্সই আলাদা। 'কোলহার্ন'-এ কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকায় না। কেউবা এরই মধ্যে সেরে নিচ্ছে সমুদ্রস্নান। সারাদিন ঘুরে সন্ধ্যার আগেই ফিরে আশা যায় পাতায়ায়। পাতায়ায় রয়েছে অসংখ্য হোটেল, রিসোর্ট, রেষ্ট হাউস। খাবার হোটেল নিয়েও ভাবতে হবে না। বেশ কয়েকটি বাংলা-ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। টাকি ভর্তা থেকে শুরু করে নানা স্বাদের সামুদ্রিক মাছও পাওয়া যায়। আবাসিক হোটেল গুলোতে ভাড়া খুবই কম। কর্তৃপক্ষকে বলে দু'জনের স্থলে তিনজনও থাকতে পারবেন একটি কক্ষে। পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম শহরে কটা দিন কিভাবে কেটে যাবে টেরই পাবে না পর্যটকরা।

(জ) পর্যটকদের হৃদয়ের রাণী বালি (ইন্দোনেশিয়া) : ইন্দোনেশিয়ার পর্যটন দ্বীপ বালি। প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অবকাশ যাপনের জন্য বালি তে আসে। বালির অপরূপ সৌন্দর্য মানুষকে বিমোহিত করে। তাই তো মানুষ প্রাণের টানে বারবার বালির কাছে ফিরে আসে। বালি তাই পর্যটকদের কাছে হৃদয়ের রাণী বনে গেছে। এ দ্বীপে আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা থাকায় পর্যটকদের ভিড় সব সময় লেগেই থাকে। বালি হলো ইন্দোনেশিয়ার ৩৩তম প্রদেশ। এর রাজধানী ডেনপাসার। বালি ছাড়াও এ প্রদেশটি আর ছোট বড় কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গঠিত। তবে এ শহরের প্রধান আকর্ষণ হলো বাল্লীপ এবং এর সৌন্দর্য। এর আয়তন প্রায় ২২ হাজার বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা প্রায় ৪০ লাখ। এ দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম অংশ পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। এটি মূলত হিন্দু প্রধান প্রদেশ। এই প্রদেশে হিন্দুদের সংখ্যা প্রায় ৯০ ভাগ। বাকিরা মুসলিম, খ্রিস্টান ও অন্য ধর্মের। বালিতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর. পাঁচ তারকা হোটেল, মোটেল, ক্যাসিনো, বার সহ সবকিছুই রয়েছে। তাই যে কোন ধরনের পর্যটক এখানে সফর করতে পারে। এখানকার নিরাপত্তা ব্যাবস্থা অনেক ভালো। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে বালি আবিস্কৃত হয়। বালি মূলত ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ কালচারে গড়ে উঠেছে। বালিকে আটটি রিজেন্সিতে ভাগ করা হয়েছে। বালিতে শহর বা সিটি রয়েছে মাত্র একটি আর তা হলো ডেনপাসার, যা এ প্রদেশের রাজধানী। অন্য রিজেন্সী হলো জেমবারানা, টাবানা, বেড়ুং, জিয়ানইয়ান, কুলাংকুন, বানলি, কারানগাছেম, বুলেলেং ও ডেনপাসার। এখানকার অর্থনীতি মূলত পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি ও পর্যটকই আয়ের প্রধান উৎস। এর মধ্যে পর্যটক থেকেই আসে প্রায় ৮০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা। বালির প্রধান পর্যটন কেন্দ্র হলো কুতা সমুদ্রসৈকত। এখানেই প্রতি বছর লাখ লাখ মানুষ বেড়াতে আসে।

www.ahlehadeethbd.org

(ঝ) দ্বীপের সমাহার মালে (মাল্লীপ) : ভারত মহাসাগরের ছোট একটি দ্বীপরাষ্ট্র মাল্লীপ। যারা দ্বীপের সঙ্গে সাগরের মিতালি দেখতে পছন্দ করেন তাদের কাছে এটি অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। মূলত পর্যটনশিল্পের উপর নির্ভর করে এগিয়ে চলেছে দেশটির অগ্রযাত্রা। এর রাজধানী মালে। দেখার মত অনেক কিছুই রয়েছে এ দ্বীপটিতে। এমনকি সমুদ্রের নিচেও তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি রেস্টুরেন্ট। সার্কভুক্ত দেশ হওয়ায় দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটকরা এখানে বেশি ভিড় করেন। বর্তমানে বাংলাদেশের পর্যটকরাও ভিড় জমাচ্ছেন। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি থাইল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের পাশাপাশি মাল্লীপের ট্রাভেল প্যাকেজও চালু করেছে। সাগরের মাঝখানে হওয়ায় উপভোগ করা যায় বিচ্ছিন্ন জলরাশির খেলা। এমনকি সাগরের সঙ্গে সমন্বয় করে গড়ে উঠেছে এখানকার রিসোর্টগুলো। এ ছাড়া নির্দিষ্ট অঙ্কে স্পিডবোট ভাড়া নিয়ে ঘুরে আসা যায় সাগরের মাঝখান থেকে। যেখানে উপভোগ করতে পারা যায় মনুষ্য ও কোলাহলহীন এক জগৎ। সংস্কৃতে মাল্লীপকে লক্ষদ্বীপও বলা হয়েছে। এর অর্থ লাখ দ্বীপের সমাহার। আসলে মাল্লীপ লাখ দ্বীপের সমাহার নয়; রয়েছে ২৬ টি অ্যাটোল (অ্যাটোল মানে লেগুন ঘেরা প্রবাল্লীপ) আর ১১৯২ টি ক্ষুদ্র দ্বীপ। যার মধ্যে কেবল ২০০ টি বাসযোগ্য। প্রাচীন শ্রীলঙ্কার ঐতিহাসিক গ্রন্থে মাল্লীপকে বলা হয়েছে মহিলা দ্বীপ।

উপরের জায়গাগুলো পৃথিবীর ভ্রমনযোগ্য অন্যতম কিছু স্থান। এসব স্থানে বছরে বিভিন্ন জায়গা হতে প্রচুর দর্শনার্থী আসে। তবে এর জন্য যথেষ্ট খরচও রয়েছে।

ইতিহাসের পাতা

আল্লাহ্‌র রাস্তায় পুত্র কুরবানী

-প্রতিভা ডেস্ক

ছোট্ট সোনামণি বন্ধুরা! সবেমাত্র ঈদুল ফিতর শেষ না করতে তোমাদের সামনে আর কিছুদিনের মধ্যেই এসে উপস্থিত হবে ঈদুল আযহা। মহান ত্যাগ ও তাক্বওয়ার স্মৃতি বিজড়িত এই ঈদুল আযহার অমর ইতিহাসের এক বড় অংশ সোনামণিদের সাথে জড়িত। পৃথিবীর ইতিহাসে যত অবিস্মরণীয় ঘটনা আজও মানুষের মনে দাগ কাটে তার মধ্যকার অনেক ঘটনা তোমাদের মত ছোট্ট ছোট্ট সোনামণিদের দ্বারা কৃত। যার কিছু অতি পরিচিত আবার কিছু অতিতের অন্তরালে সুপ্ত। তা যাই হোক না কেন! ছোটরা যে শুধু আমাদের কাছে অবুঝ শিশু-কিশোর তা কিন্তু না। তারা মাঝে মধ্যে এমন অনেক কাজ করে থাকে, যা আমাদের কল্পনার বাইরে। তখন মনে হয় আসলে সোনামণিরা পৃথিবীর কাছে অপ্রয়োজনীয় কোন বস্তু নয়; বরং তারাই হল আগামী দিনের নতুন প্রজন্ম, দেশ গড়ার কারিগর। আজ তোমাদের সামনে তেমনি একটি ঘটনা উপস্থাপন করব, যদিও ঘটনাটি সবার জানা। তবুও ইতিহাসকে মনে করে দেবার জন্য আবারও তার পুনরুক্তি করছি।

একমাত্র শিশু পুত্র ও তাঁর মাকে মক্কায় রেখে এলেও ইবরাহীম (আঃ) মাঝে মধ্যে সেখানে যেতেন ও দেখা শুনা করতেন। এভাবে শিশুপুত্র ইসমাঈল ১৩/১৪ বছর বয়সে উপনীত হলেন এবং পিতার সঙ্গে চলাফেরা করার উপযুক্ত হলেন। বলা চলে যে, ইসমাঈল যখন বৃদ্ধ পিতার সহযোগী হতে চলেছেন এবং পিতৃহৃদয় পুরোপুরি

www.ahlehadeethbd.org

জুড়ে বসেছেন, ঠিক সেই সময় একমাত্র নয়নের মণি ইসমাঈলের মহব্বত ইবরাহীমকে কাবু করে ফেলল কি-না, আল্লাহ যেন সেটাই যাচাই করতে চাইলেন। ইতিপূর্বে অগ্নিপরীক্ষা দেবার সময় ইবরাহীমের কোন পিছুটান ছিল না। কিন্তু এবার রয়েছে প্রচন্ড রক্তের টান।

অগ্নি পরীক্ষায় বাদশাহ তাকে বাধ্য করেছিল। কিন্তু এবারের পরীক্ষা স্বেচ্ছায় ও স্বহস্তে সম্পন্ন করতে হবে। তাই এ পরীক্ষাটি ছিল পূর্বের কঠিন অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে নিঃসন্দেহে কঠিনতর। সূরা ছাফফাত ১০২ আয়াত হতে ১০৯ আয়াত পর্যন্ত এ বিষয়ে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ :

'যখন (ইসমাঈল) পিতার সাথে চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হল, তখন (ইবরাহীম) তাকে বললেন, হে আমার বেটা! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আমি তোমাকে যবহ করছি। এখন বল তোমার অভিমত কী? তিনি বললেন, হে পিতা! আপনাকে যা নির্দেশ করা হয়েছে, আপনি তা কার্যকর করুন। আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাবেন' *(ছাফফাত ৩৭/১০২)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, মক্কা থেকে বের করে ৮ কি:মি: দক্ষিণ পূর্বে মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার পথে বর্তমানে যে তিন স্থানে হাজীগণ শয়তানকে পাথর মেরে থাকনে, ঐ তিন স্থানে ইবলীস তিনবার ইবরাহীম (আঃ)-কে বিভ্রান্ত করার চেষ্ট করেছিল। আর তিনবারই ইবরাহীম (আঃ) শয়তানের প্রতি ৭টি করে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এবং শয়তানী প্রতারণার বিরুদ্ধে মুমিনকে বাস্তবে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এ বিষয়টিকে হজ্জ অনুষ্ঠানের ওয়াজিবাতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অতঃপর পিতা-পুত্র আল্লাহ নির্দেশিত কুরবানগাহ 'মিনায়' উপস্থিত হলেন। সেখানে পৌঁছে পিতা পুত্রকে তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করলেন এবং পুত্রের অভিমত চাইলেন। পুত্র তার অভিমত ব্যক্ত করার সময় বললেন, 'ইনশাআল্লাহ না বললে হয়তোবা তিনি ধৈর্য ধারণের তাওফীক পেতেন না। এরপর তিনি নিজেকে 'ছবরকারী' না বলে ছবরকারীদের অন্তর্ভুক্ত' বলেছেন এবং এর মাধ্যমে নিজের পিতা সহ পূর্বেকার বড় বড় আত্মোৎসর্গকারীদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে নিজেকে অহমিকা মুক্ত করেছেন। যদিও তাঁর ন্যায় তরুণের এরূপ স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গের ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেছিল বলে জানা যায় না। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর (পিতা-পুত্র) উভয়ে যখন আত্মসমর্পণ করলেন এবং পিতা পুত্রকে উপুড় করে শয়িত করলেন'। 'তখন আমরা তাকে ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! 'তুমি স্বপ্ন সত্যে পরিণত করেছ। আমরা এভাবেই সৎকর্মশীলগণের প্রতিদান দিয়ে থাকি'। 'নিশ্চয় এটি একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা'। 'আর আমরা তার পরিবর্তে একটি মহান যবেহ প্রদান করলাম', 'এবং আমরা এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম'। 'ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হৌক' *(ছাফফাত ৩৭/১০৩-১০৯)*। বর্তমানে উক্ত মিনা প্রান্তরেই হাজীগণ কুরবানী করে থাকেন এবং বিশ্বের মুসলিম উম্মাহ ঐ সুন্নাত অনুসরণে ১০ই যিলহজ্জ বিশ্বব্যাপী শরী'আত নির্ধারিত পশু কুরবানী করে থাকেন।

শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

(১) ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ স্বপ্নাদেশ করেছিলেন, সরাসরি আদেশ করেননি। এর মধ্যে পরীক্ষা ছিল এই যে, স্বপ্নের বিভিন্ন

www.ahlehadeethbd.org

ব্যাখ্যা হতে পারত। যেমন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মহাপাপ। অধিকন্তু পিতা হয়ে নির্দোষ পুত্রকে নিজ হাতে হত্যা করা আরও বড় মহাপাপ। নিশ্চয় এমন অন্যায় কাজের নির্দেশ আল্লাহ দিতে পারেন না। এটা মনের কল্পনা-নির্ভর স্বপ্ন হতে পারে। কিন্তু ইবরাহীম ঐসব ব্যাখ্যায় যাননি। তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, এটা 'অহি'। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি পরপর তিনদিন একই স্বপ্ন দেখেন। প্রশ্ন হতে পারে, আল্লাহ জিবরীল মারফত সরাসরি নির্দেশ না পাঠিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমের নির্দেশ পাঠালেন কেন? এর জবাব এই যে, তাহলে তো পরীক্ষা হত না, কেবল নির্দেশ পালন হত। ইবরাহীমকে তাঁর স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাখ্যার ফাঁদে ফেলার জন্যই তো শয়তান মাঝপথে বন্ধু সেজে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এর দ্বারা আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের সময় অহেতুক প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন ও অধিক যুক্তিবাদের আশ্রয় নেওয়া যাবে না; বরং সর্বদা তার প্রকাশ্য অর্থের উপরে সহজ-সরলভাবে আমল করে যেতে হবে।

(২) আল্লাহ্র মহব্বত ও দুনিয়াবী কোন মহব্বত একত্রিত হলে সর্বদা আল্লাহ্র মহব্বতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং দুনিয়াবী মহব্বতকে কুরবানী দিতে হবে। ইবরাহীম এখানে সন্তানের গলায় ছুরি চালাননি; বরং সন্তানের মহব্বতের গলায় ছুরি চালিয়েছেন। আর এটাই ছিল পরীক্ষা। যদি কেউ আল্লাহ্র মহব্বতের উপরে দুনিয়াবী মহব্বতকে অগ্রাধিকার দেয়, তখন সেটা হয়ে যায় ভালোবাসায় শিরক। ইবরাহীম ও ইসমাঈল দু'জনই উক্ত শিরক হতে মুক্ত ছিলেন।

(৩) পিতা ও পুত্রের বিশ্বাসগত সমন্বয় ব্যতীত কুরবানীর এই গৌরবময় ইতিহাস রচিত হত না। ইসমাঈল যদি পিতার অবাধ্য হতেন এবং দৌড়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, তাহলে আল্লাহ্র হুকুম পালন করা ইবরাহীমের পক্ষে হয়তবা আদৌ সম্ভব হত না। তাই এ ঘটনার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমাজের প্রবীণদের কল্যাণময় নির্দেশনা এবং নবীনদের আনুগত্য ও উদ্দীপনা একত্রিত ও সমন্বিত না হলে কখনই কোন উন্নত সমাজ গঠন করা সম্ভব নয়।

(৪) এখানে মা হাজেরার অবদানও ছিল অসামান্য। যদি তিনি ঐ বিজন ভূমিতে কচি সন্তানকে তিলে তিলে মানুষ করে না তুলতেন এবং স্রেফ আল্লাহ্র উপর ভরসা করে বুকে অসীম সাহস নিয়ে সেখানে বসবাস না করতেন তাহলে পৃথিবী পিতা-পুত্রের এই মহান দৃশ্য অবলোকন করতে পারত না। এজন্যেই বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম গেয়েছেন,

মা হাজেরা হৌক মায়েরা সব
যবীহুল্লাহ হৌক ছেলেরা সব
সবকিছু যা সত্য রৌক
বিধির বিধান সত্য হৌক।

বলা চলে যে, এই কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর ইবরাহীম (আঃ) বিশ্ব নেতৃত্বের সম্মানে ভূষিত হন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন ইবরাহীমকে তার পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তাতে উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করলাম' *(বাক্বারাহ ২/১২৪)*।

উপরোক্ত আয়াতে পরীক্ষাগুলোর সংখ্যা কত ছিল, তা বলা হয়নি। মূলতঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পুরো জীবনটাই ছিল পরীক্ষাময়। আর তিনি সকল পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছেন। এর কারণ তার দৃঢ় ঈমান। আর তাই এর কারণেই মহান আল্লাহ তায়ালা তাকে জাতির নেতা বানিয়ে দেন।

www.ahlehadeethbd.org

গল্পে-জাগে প্রতিভা

অতি চালাকের গলায় দড়ি

আব্দুল্লাহ আল-মামুন
পঞ্চম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা

এক গ্রামে বাস করত এক লোক। সে ছালাত, ছিয়াম কিছুই করত না। সে মানুষকে ঠকিয়ে খেত। একদিন ছাগল ক্রয় করতে সে বাজারে গেল। ছাগল ক্রয় করে সে ভাবল ছাগলের দাম এক হাযার টাকা। এখন বাজার থেকে বের হওয়ার সময় ইজারাদারদের আবার ৩০০ টাকা দেয়া লাগবে। তাই সে টাকা বাঁচানোর জন্য সে মনে মনে একটা চিন্তা করল। সে ভাবল বাজার থেকে বের হওয়ার সময় যদি ইজারাদাররা ছাগলটাকে দেখতে না পায় তবে আর টাকা দেয়া লাগবে না। তাই সে দোকানে এল তারপর দোকানদারকে বলল, ভাই একটা বস্তা দেন। তারপর সে বস্তাতে ছাগলটাকে পুরে সাইকেলের পেছনে বেধে সাইকেল চালাতে লাগল। মনের সুখে কিছু দূর যাওয়ার পর সে ভাবল কি ব্যাপার ছাগল নড়ছে না কেন? সে কিছু মনে করল না। ভবল ছাগল হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে তাই সে আবার সাইকেল চালাতে লাগল। বাড়ি এসে তার স্ত্রীকে বলল, আমি একটা মানুষকে ঠকিয়েছি। মাত্র ২৫ টাকা দামের একটা বস্তার দ্বারা আজ ৩০০ টাকা বাঁচিয়ে নিয়ে এসেছি। এ বলে সে আস্তে আস্তে বস্তা খুলে দেখল ছাগল মারা গেছে। সে বলল, হায় আমার ছাগল মারা গেছে আমি মানুষকে ঠকাতে গিয়ে নিজেই ঠকে গেলাম।

শেয়াল পণ্ডিত

রায়হান
শ্রেণী : ৪র্থ (খ)
নওদাপাড়া মাদরাসা

এক দেশে ছিল এক কুমির এবং এক শিয়াল। কুমিরের ছিল সাতটি বাচ্চা। কুমির ছিল বোকা। কুমিরের মাথায় একটি বুদ্ধি এল। সে বলল, বাচ্চাগুলোকে পড়া লেখা শিখাতে হবে। সে শিক্ষক খোঁজ করতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে সে এক শিয়ালকে দেখতে পেল। শিয়াল বলল, কি কুমির ভাই, কোথায় যাচ্ছ? কুমির বলল, একজন শিক্ষক খোঁজ করছি। কুমির বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছ? শিয়াল বলল, ছাত্র খুঁজতে। কুমির বলল, আমার ছানাগুলোকেই তুমি পড়াও না। শিয়াল বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি নিয়ে আস। কুমির তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে এল। কুমির তার বাচ্চাগুলোকে দিয়ে চলে গেল। শিয়াল বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গেল। আর কুমিরকে বলল, আপনি এক সপ্তাহ পরে এসে আপনার ছানাদের নিয়ে যাবেন। দেখবেন এই সাত দিনে তারা কেমন জ্ঞানী হয়ে ওঠে। তারপর একটি বাচ্চাকে বলল, পড় তো- ক, খ, গ, ঘ খা। কুমির ছানা তাই পড়ল। আর পড়তেই শিয়াল তাকে খেয়ে ফেলল। কুমির সাত দিন পরে এলে শিয়াল তাকে ছয়টি বাচ্চা সাতবার দেখাল। বোকা কুমির দেখে চলে গেল। শিয়াল আবার আর একটি ছানাকে বলল, পড় তো- ক, খ, গ, ঘ খা। বাচ্চাটা বলা মাত্রই সে তাকেও খেয়ে ফেলল। আর এভাবেই শেষ পর্যন্ত সে সাতটি বাচ্চাকে খেয়ে ফেলল। আর বোকা কুমির তার বাচ্চাদের না পেয়ে শেষে মন খারাপ করে চলে গেল।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতাগুচ্ছ

উপদেশ

আব্দুর রহীম বিন অপু
অষ্টম শ্রেণী
রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল এন্ড কলেজ।

আল্লাহকে যদি খুশি করতে চাও ভাই
নবীকে আগে মেনে চল ভাই।
মন দিয়ে কুরআন পড়
কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ কর।
কুরআন ও হাদীছ আল্লাহ্‌র বাণী,
যতনে মানিয়া চল তাদের বাণী।
কেউ যদি করে থাকে তোমার সাথে দ্বন্দ্ব,
তুমি তখন ক্রোধে হয়ো না অন্ধ।
দিও না কাউকে দুঃখ,
কুরআন ও হাদীছে দান করিয়া সুখ।

প্রতিভা

আব্দুল কাইয়ুম
লক্ষীপুর, ঝিনাইদহ।

প্রতিভা তুমি এগিয়ে চল
দিকে দিকে আলো জ্বাল।
প্রতিভা তুমি নির্ভীক,
কারো তরে করো না কুর্নিশ
প্রতিভা তুমি এক দুরন্ত সৈনিক।
প্রতিভা তুমি ভেঙ্গে দাও
বাতিলের সব ঘর।
প্রতিভা তুমি এক বিষাক্ত কাঁটা,
শত্রুদের চোখে।
প্রতিভা তুমি সত্য বাণী
যাও লিখে।
প্রতিভা তুমি আল্লাহ
ও তাঁর রাসূলে পথে চল।
প্রতিভা তোমাকে পড়তে লাগে যে ভাল।

ইচ্ছা

আশিক
পঞ্চম (খ) শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা।

আমার খুবই ইচ্ছা করে
ফুল হয়ে ভাই ফুটতে
সকাল বেলা পূর্বাকাশের
সূর্য হয়ে উঠতে।
ইচ্ছা করে গন্ধ বিলাই
কাব্য ছড়ার ছন্দ মিলাই
বাধন হারা নদীর মত
সকাল-সন্ধ্যা ছুটে বেড়ায়।
সবার বুকের ভালবাসা
সর্বক্ষণই লুটতে
আমার খুবই ইচ্ছা করে
ফুল হয়ে ভাই ফুটতে।

ইছলাহুল বায়ান

জুবাইর
ষষ্ঠ শ্রেণী
নওদাপড়া মাদরাসা।

এক সপ্তাহ পর পর
মাসে হয় তিন চার বার
দেয়া হয় সেখানে বক্তব্য
ছাত্রদের এটা কর্তব্য।
বক্তব্য দেয় ছত্ররা
শোনে ক্লাসের শ্রোতারা
আমরা সেখানে সবাই থাকি
দিতে পারে না কেও ফাঁকি
নামটি তার ইছলাহুল বায়ান
সেখানে পায় ইসলামের জ্ঞান।

দাঁতে পোঁকা

আব্দুল্লাহ আল মারুফ
তৃতীয় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

ঘরে কে রে?
আমি খোকা।
মাথায় কি রে?
আমের ঝোপা।
খাসনি কেন?
দাঁতে পোঁকা।
ওরে বাবা!

www.ahlehadeethbd.org

জীবন গড়ি

মোবাশ্বিরা তাজরীন
সপ্তম শ্রেণী
রাজশাহী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়।

এসো সবাই ভাই-বোনেরা
আল্লাহ্‌র পতে চলি
সত্য-ন্যায়ের আদর্শতে
মোদের জীবন গড়ি।
আদায় করি ছালাত মোরা
ফরজ ছিয়াম রাখি
ইসলামেরই বিধি-বিধান
সবই মেনে চলি।
সকল বিধান বাতির করি
অহির বিধান কায়েম করি
আল্লাহ্‌র পথে চলি মোরা
সফল জীবন গড়ি।

এসো সবাই সত্য বলি

আব্দুল কাইয়ুম
৬ষ্ঠ শ্রেণী (খ)
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

আজকে তুমি ছোট আছ
কালকে হবে বড়,
ভাল হবার জন্য তুমি
সত্যের পথ ধর।
জগৎ জুড়ে ডাক এসেছে
সত্য-ন্যায়ের ডাক,
শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক
জাগরে, তোরা জাগ।
জগৎ জুড়ে আনতে হবে
সত্যের অধিকার,
এমনি ভাবে সারা বিশ্বে
তুলতে হবে ঝড়।
এসো সবাই সত্য বলি
সত্য পথে জীবন গড়ি,
সত্য পথে চলতে গিয়ে
জীবন যেন যায় চলি।

এ ক টু খা নি হা সি

দুই বন্ধু

ইমরান আহমাদ
৪র্থ শ্রেণী, নওদাপাড়া, মাদরাসা, রাজশাহী।

১ম বন্ধু : শাহরিয়া, আমি সেদিন রেলগাড়ির মুখোমুখি হয়েছিলাম।
দ্বিতীয় বন্ধু : বলিস কি রে! রেলগাড়ির তলে পড়ে মরিসনি?
১ম বন্ধু : আরে না.....এটা তো খেলনা রেলগাড়িতে।

নানি ও নাতি

আবু বকর সরদার, নওগাঁ।

নাতি হঠাৎ করে টিভি দেখতে দেখতে চিৎকার করে উঠল।
নানি : কিরে এত চিৎকার করছিস কেন?
নাতি : নানি আমাদের আশরাফুল ইসলাম সেঞ্চুরি করেছে।
নানি : ছি! ছি! শুনেছিলাম ছেলেটা নাকি খুব ভাল ভদ্র ঘরের সন্তান। সে শেষ পর্যন্ত সেইন চুরি করল! আজকাল আসলে মানুষ চেনাই দায়।

শব্দ বিশ্লেষণ

নূরুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

এখন ছরফ (sorf)-এর ক্লাস চলছে। শিক্ষক এক ছাত্রকে বলল, বলত ছরফ (sorf) অর্থ কি?
ছাত্র : স্যার! 'ছরফ'-এর ইংরেজী অর্থ
s-students অর্থ ছাত্র-ছাত্রী
o-over অর্থ উপরে
r-rack অর্থ শাস্তি দানের যন্ত্র
f-full অর্থ পরিপূর্ণ
সবমিলিয়ে : students over rack full.
যার বাংলা অর্থ : ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে পরিপূর্ণ শাস্তি দেওয়ার যন্ত্র।

www.ahlehadeethbd.org

আইনের হাত

মুহাম্মাদ
৩য় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদারাস।

দুই বন্ধুর মধ্যে কথা হচ্ছে।

প্রথম বন্ধু : এই আইনের হাত আর মানুষের হাতের মধ্যে পার্থক্য কিরে?

দ্বিতীয় বন্ধু : মানুষের দু'টি করে হাত আছে আর ৫ এর কোন হাত নেই।

পোস্টার

ইউনুস
৮ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

বাবা : শোন! আমাদের চারপাশে শেখার মত অনেক কিছু আছে। যা বইয়েও পাওয়া যায় না।

বাবা : কিরে তুই পোস্টার পড়ছিস কেন? আগামীকাল না তোর পরীক্ষা।

ছেলে : বাবা চারপাশের জিনিসগুলো শিখছি।

মলম

ইবরাহীম
২য় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

রুগী : ডাক্তার সাহেব ইটে লেগেছে ঔষধ দিন।

ডাক্তার : এই নাও মলম যেখানে লেগেছে সেখানে লাগাবেন।

পরের দিন

ডাক্তার : ব্যাথা ভাল হয়েছে?

রুগী : না?

ডাক্তার : মলম লাগাও নি?

রুগি : লাগিয়েছি।

ডাক্তার : কোন জায়গায়?

রুগি : ইটে লাগিয়েছি।

ডাক্তার : কেন?

রুগি : আপনি না বললেন যেখানে লেগেছে সেখানে লাগাবেন।

রেজাল্ট

আল-আমীন
৭ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

স্কুল থেকে রেজাল্ট নিয়ে ফিরল একটি ছেলে।

বাবা : রেজাল্ট কি হল?

ছেলে : বাবা, আমার এক বন্ধু A পেয়েছে সে America যাবে।

বাবা : বুঝলাম, তোর রেজাল্ট কী?

ছেলে : বাবা, আমার আরেক বন্ধু B পেয়েছে সে Brasil যাবে।

বাবা : বুঝলাম, এবার তোর খবর বল।

ছেলে : আমার আরেক বন্ধু C পেয়েছে সে Canada যাবে

বাবা : (রেগে গিয়ে) তা তোর খবর কী?

ছেলে : আমাকে Franc পাঠাবে তো?

দুই বন্ধু

আব্দুল বারী
৫ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

কারেন্ট চলে গেছে। দুই বন্ধু বসে ছিল হঠাৎ করে কারেন্ট আসলো

১ম বন্ধু : আস-সালামু আলাইকুম।

২য় বন্ধু : কিরে তুই কাকে সালাম দিলি?

১ম বন্ধু : কেন যে এলো তাকে সালাম দিলাম।

২য় বন্ধু : কে আসল?

১ম বন্ধু : কেন কারেন্ট আসল।

কিছুক্ষন পর আবার কারেন্ট চলে গেল।

১ম বন্ধু : ওয়ালাইকুম আস-সালাম।

২য় বন্ধু : কিরে কার সালাম নিলি?

১ম বন্ধু : কেন যে চলে গেল তার।

২য় বন্ধু : কে চলে গেল।

১ম বন্ধু : কেন কারেন্ট চলে গেল।

www.ahlehadeethbd.org

বই কেনার টাকা

এহসান এলাহী
৫ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

রাশেদ : কি রে দোস্ত, মন খারাপ কেন তোর?

শাহেদ : আর বলিস না, একটা বই কেনার জন্য বাবার কাছে টাকা চেয়েছিলাম।

রাশেদ : টাকা দেয়নি?

শাহেদ : না, বইটা বাবা নিজেই কিনে এনেছে।

বাড়ির কাজ

আবু বকর
৫ম শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

শিক্ষক : ছিয়াম তোমার বাড়ির কাজের খাতা নিয়ে এসো।

ছাত্র : আসছি স্যার।

শিক্ষক : কি ব্যাপার তোমার বাড়ির কাজের খাতায় তো দেখি কিছুই লেখনি।

ছাত্র : বাড়ির কাজ করতে পারিনি স্যার।

শিক্ষক : সে কি! ঠিক আছে কাল তোমার মাকে স্কুলে আসতে বলবে।

ছাত্র : মা তো আসতে পারবে না স্যার। সে হাসপাতালে।

শিক্ষক : সে কি! ঠিক আছে তাকে আসতে হবে না। এরপর থেকে বাড়ির কাজ করে নিয়ে আসবে।

ছাত্র : জি স্যার।

শিক্ষক : এই, তোর মা হাসপাতালে কেন রে, কি হয়েছে।

ছাত্র : আরে কিছু হয়নি সে হাসপাতালের নার্স।

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

আমার দেশ

বাংলাদেশের বৃহত্তম

বাংলাদেশের বৃহত্তম বাঁধ :
কাপ্তাই বাঁধ

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল :
চলন বিল

বাংলাদেশের বৃহত্তম শহর : ঢাকা

বাংলাদেশের বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর :
চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলস্টেশন :
কমলাপুর রেল স্টেশন

বাংলাদেশের বৃহত্তম রেলজংশন :
ইশ্বরদী রেলওয়ে জংশন

বাংলাদেশের বৃহত্তম চিনি কল :
কেরু অ্যান্ড কোম্পানি, কুষ্টিয়া

বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র :
ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিমানবন্দর :
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রন্থাগার :
পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা

বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ : ভোলা

বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্রাম :
বানিয়াচং, হবিগঞ্জ (এশিয়ার বৃহত্তম)

বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা :
যমুনা সার কারখানা, জামালপুর

বাংলাদেশের বৃহত্তম জাদুঘর :
জাতীয় জাদুঘর, শাহবাগ

বাংলাদেশের বৃহত্তম হাসপাতাল :
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

বাংলাদেশের বৃহত্তম স্টেডিয়াম :
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম

বাংলাদেশের বৃহত্তম ব্যাংক :

www.ahlehadeethbd.org

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের বৃহত্তম কনটেইনার জাহাজ :
বাংলার দূত

বাংলাদেশের বৃহত্তম যুদ্ধ জাহাজ :
বিএনএস বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র :
কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র

বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র :
তিতাস, কুমিল্লা

বাংলাদেশের বৃহত্তম হোটেল :
হোটেল সোনারগাঁ

বাংলাদেশের বৃহত্তম যেলা : রাঙ্গামাটি

বাংলাদেশের বৃহত্তম উপযেলা :
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা

বাংলাদেশের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয় :
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশের বৃহত্তম পার্ক : রমনা পার্ক

বাংলাদেশের বৃহত্তম চিড়িয়াখানা :
মিরপুর চিড়িয়াখানা

বাংলাদেশের বৃহত্তম বনভূমি : সুন্দরবন

বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর : হাকালুকি

বাংলাদেশের বৃহত্তম মসজিদ :
বায়তুল মোকাররম

বাংলাদেশের বৃহত্তম উদ্যান :
সোহরাওয়ার্দী উদ্যান

বাংলাদেশের বৃহত্তম বনাঞ্চল :
চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রামের বনাঞ্চল

বাংলাদেশের বৃহত্তম ঈদগাহ :
শোলাকিয়া, কিশোরগঞ্জ

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম যেলা :
মেহেরপুর

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম উপযেলা :
থানচি, বান্দরবন

বাংলাদেশের ক্ষুদ্রতম থানা :
কোতয়ালী, ঢাকা

দেশপরিচিতি

সেনেগাল

রাষ্ট্রীয় নাম : রিপাবলিক অব সেনেগাল
রাজধানী : ডাকার
আয়তন : ১,৯৬,১৯০ বর্গ কি.মি.
লোকসংখ্যা : ১ কোটি ২৯ লক্ষ
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ২.৬%
ভাষা : ফ্রেঞ্চ
মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৪২%
মুসলিম হার : ৯৬%
মাথাপিছু হার : ১,৮১৬ মার্কিন ডলার
গড় আয়ু : ৫৬.২ বছর
স্বাধীনতা লাভ : ২০ জুন ১৯৬০
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ : ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬০

সোমালিয়া

রাষ্ট্রীয় নাম : রিপাবলিক অব সোমালিয়া
রাজধানী : মোগাদিসু
আয়তন : ৬,৩৭,৬৫৭ বর্গ কি.মি.
লোকসংখ্যা : ১২ লক্ষ
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৩%
ভাষা : ইংরেজি ও সোয়াজি
মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৮০%
মুসলিম হার : ০.২%
মাথাপিছু আয় : ৫,১৩২ মার্কিন ডলার
গড় আয়ু : ৪৭.০ বছর
স্বাধীনতা লাভ : ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ : ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
জাতীয় দিবস : ৬ সেপ্টেম্বর

www.ahlehadeethbd.org

যেলা পরিচিতি

গাইবান্ধা

প্রতিষ্ঠা : ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

আয়তন : ২,১৭৯ বর্গ কিলোমিটার

স্বাক্ষরতার হার : ৩৫.৭৩%

উপযেলা : ৭ টি। যেমন গাইবন্ধা সদর, সদুল্যাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, সাঘাটা, ফুলছড়ি, সুন্দরগঞ্জ, ও পলাশবাড়ি।

ইউনিয়ন ও গ্রাম : ৮২ টি ও ১,২৪৯ টি।

উল্লেখ্যযোগ্য নদ-নদী : যমুনা, তিস্তা, ঘাঘট ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান : বর্ধনকুঠি, নলডাঙ্গার জমিদার বাড়ি, মীরের বাগান, শাহ সুলতান গাজীর মসজিদ।

লালমণিরহাট

প্রতিষ্ঠা : ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪।

আয়তন : ১,২৪১ বর্গ কিলোমিটার।

স্বাক্ষরতার হার : ৪২.৩৩%।

উপযেলা : ৫ টি। লালমনিরহাট সদর, পাটগ্রাম, আদিতমারী, কালিগঞ্জ ও হাতিবান্ধা।

ইউনিয়ন ও গ্রাম : ৪২ টি ও ৪৭৬ টি।

উল্লেখ্যযোগ্য নদ-নদী : তিস্তা, শিংগীমারী ইত্যাদি।

ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান : কবি বাড়ি (শেখ ফজলুল করিমের বাস্তুভিটা ও সংগ্রহশালা), এছাড়াও লালমণিরহাট যেলায় রয়েছে আরো দর্শনীয় স্থান।

টুকরা খবর

মোবাইল ফোন যেভাবে এলো

আব্দুল্লাহ আল-মামুন
অষ্টম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

'বর্তমানে আধুনিক যুগে পৃথিবী সকলের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে'- কথাটি সবার অতি পরিচিত। কিন্তু কথাটির বাস্তবতা হয়তো আমরা কেউ খেয়াল করি না। চারিদিকে খেয়াল করলে দেখবে যে কথাটি এক বিন্দুও মিথ্যা না। বর্তমান যুগের যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার মাধ্যমে পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় আনা এখন মূহুর্তের ব্যাপার। এই আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির মধ্যে মোবাইল ফোন একটি যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা অনেক উপকার পেয়ে থাকি। তার মধ্যে কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ হল : মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আমরা এক স্থান থেকে আর এক স্থানে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি। মোবাইল ফোনের সাহায্যে মোবাইল ব্যাংকিং করতে পারি। মোবাইলের সাহায্যে ইন্টারনেট থেকে অনেকটা অজানা নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারি ইত্যাদি অনেক কাজে মোবাইল ফোনের সাহায্যে আমরা অনেক উপকার পেয়ে থাকি। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে অনেক নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিস্কার করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে মোবাইল ফোন একটি ক্ষুদ্র অথচ অনেক প্রয়োজনীয় আবিস্কার। এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে তথ্য আদান-প্রদান করা সম্ভব। তাই মোবাইল ফোনের

www.ahlehadeethbd.org

ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। মোবাইল ফোন যেভাবে এলো তা নিম্নে দেওয়া হল:

আগের যুগে জাহাজ এবং ট্রেন থেকে এ্যানালগ রেডিও কমিউনিকেশন ছিল। বহণযোগ্য টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল পূর্ববর্তী কার্যক্রম। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর থেকেই অনেক দেশে বহনযোগ্য টেলিফোন ডিভাইস তৈরিতে প্রভূত অগ্রগতি লাভ করে। মোবাইল, সেলুলার বা হ্যান্ডফোন হচ্ছে মূলত তারবিহীন টেলিফোন বিশেষ। মোবাইল অর্থ ভ্রাম্যমান বা স্থানান্তরযোগ্য। আর ফোন অর্থ হচ্ছে সংক্রমণ ও প্রজনন যন্ত্র। আর এ ফোন সহজে যে কোন স্থানে ব্যবহার করা যায় বলে মোবাইল ফোন নাম করণ করা হয়েছে। এটি ষড়ভূজ আকৃতির ক্ষেত্র বা একটি সেল নিয়ে কাজ করে বলে এটি সেলফোন নামেও পরিচিত। মোবাইল ফোন বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে যোগাযোগ করে বলে অনেকে বড় ভৌগলিক এলাকায় এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে সংযোগ দিতে পারে। শুধু কথা বলাই নয় আধুনিক মোবাইল দিয়ে এস এম এস, এম এম এস, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ব্লুটুথ, ক্যামেরা, রেকর্ডার, গেমংসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে এটি ব্যবহার করা যায়।

যে সব মোবাইল ফোন এসব সেবাসহ কম্পিউটারের সাধারণ সুবিধা প্রদান করে তাদেরকে স্মার্ট ফোন বলে। মোটরালা কোম্পানিতে কর্মকর্তা ড. মার্টিন কূপার এবং ফ্রন্সিস মিটেলকে প্রথম মোবাইল ফোনের উদ্ভাবকের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে।

১৯৭৩ সালের এপ্রিলে প্রথম সফলভাবে প্রায় ১ কেজি ওজনের হাতে ধরা একটি ফোনের মাধ্যমে কল করতে সক্ষম হন। মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৩ সালে। ফোনটির নাম ছিল মোটরালা ডায়না টি এস ৮০০০ এক্স। ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে পৃথিবী ব্যাপী মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১২ দশমিক ৪ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬ বিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে। আর এ বছর ৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন পৌছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম মোবাইল চালু হয় ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। হাচিসন বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (এইচ বি টি এল) ঢাকা শহরে এ এম পি এস মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল সেবা প্রদান শুরু করে। এরপর থেকে শুরু হয় তারবিহীন সংযোগের দ্রুত অগ্রযাত্রা। একের পর এক কোম্পানিগুলোর নিজস্ব সুবিধাদি দ্বারা গ্রাহক আকৃষ্ট শুরু করে। শুরুর দিকে এ ফোন এবং সংযোগের উভয় মূল্য বেশি থাকায় এর ব্যবহার ছিল সীমিত। কিন্তু পরে এর সুবিধাদি ও মূল্য হ্রাসে এর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশ ৬ টি মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি সেবা প্রদান করে আসছে। এগুলো হল- টেলিটক, বাংলালিংক, গ্রামীনফোন, সিটিসেল, রবি ও এয়ারটেল। এসব কোম্পানি দ্রুত গতিতে বাংলাদেশে ১১ কোটির বেশি গ্রাহককে এ সুবিধার আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যতে কোম্পানিগুলোর আরো অনেক কিছু করার পরিকল্পনা আছে। এটাই মোবাইল ফোনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

www.ahlehadeethbd.org

ম্যাজিক ওয়ার্ড

আব্দুল্লাহ আল মামুন
মানিকদিয়া, গাংনী, মেহেরপুর।

1. Briek- ইট
Eat (ইট)- খাওয়া।
2. Egg- ডিম
Dim (ডিম)- ক্ষীণ।
3. Blue- নীল
Nill (নীল)- শূণ্যতা।
4. Woodapple- বেল
Bell (বেল)- ঘন্টা।
5. Color- রঙ
Wrong (রঙ)- ভুল।
6. Barley- যব
Job (যব)- চাকুরী।
7. Victory- জয়
Joy (জয়)- অনন্দ, উল্লাস।
8. Jug- জগ
Jog (জগ)- ধাক্কা।
9. Song- গান
Gun (গান)- বন্দুক।
10. Chest- বুক
Book (বুক)- বই।
11. Sister- বোন
Bone (বোন)- হাড়।
12. Flower- ফুল
Fool (ফুল)- বোকা।
13. Belly- পেট
Pet (পেট)- পোষা, প্রিয়পাত্র।
14. Village- গ্রাম
Gram (গ্রাম)- ছোলা
15. Tiger- বাঘ
Bug (বাঘ)- ছারপোকা।
16. Brother- ভাই
Vie (ভাই)- প্রতিযোগীতা করা।
17. Often- প্রায়
Pry (প্রায়)- উঁকি মারা।
18. Armpit- বগল
Bogle (বগল)- ভূত, জুজু
19. Red- লাল
Lull (লাল)- শান্ত করা।
20. Fruit- ফল
Fall (ফল)- পতিত।

পাঠকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল লেখক-লেখিকা 'সোনামণি প্রতিভা' পত্রিকায় লেখা দিতে ও মতামতপ্রকাশ বা প্রশ্ন করতে ইচ্ছুক তাদেরকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যোগাযোগের ঠিকানা
সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল ঃ ০১৭১৫-৭১৫১৪৩ ০১৯২২-২৫২২৭৯, ০১৭৬৮-৭৫৬৩১৮

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৪
উপলক্ষে সকল সোনামণিকে প্রতিভা
পরিবারের পক্ষ হতে জানাই লাল গোলাপ
শুভেচ্ছা

www.ahlehadeethbd.org

ভাষা শিক্ষা

এসো আরবি শিখি

عقيل : السلام عليكم, اين ذهبت يا محمـــد؟

আকিল : আস-সালামু আলাইকুম, কোথায় যাচ্ছ মুহাম্মাদ?

محمد : وعليكم السلام, الى الصيدلية.

মুহাম্মাদ : ওয়ালাইকুম আস সালাম, ঔষধের দোকানে।

عقيل : لماذا؟

আকিল : কেন?

محمد : اخى الكبير مستقيم مريض منذ ايام.

মুহাম্মাদ : কয়েকদিন যাবৎ আমার বড় ভাই মুস্তাকিম অসুস্থ।

عقيل : هل زار طبيبا؟

আকিল : তিনি কি কোন ডাক্তার দেখিয়েছেন?

محمد : نعم, و قد وصف له الطبيب بعض الادوية.

মুহাম্মাদ : হ্যাঁ দেখিয়েছেন এবং ডাক্তার তাকে কিছু ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন।

عقيل : باى داء مصاب هو؟

আকিল : তিনি কি কোন রোগে ভুগছেন?

محمد : هو مصاب بالحمى التيفية كما يقول الطبيب.

মুহাম্মাদ : ডাক্তার বলেছেন, তিনি টাইফয়েড রোগে ভুগছেন।

عقيل : شفاء الله امين.

আকিল : আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করুন-আমীন।

কুইজ! কুইজ!! কুইজ!!!

প্রঃ মোবাইল ফোনের তিনটি সুবিধার নাম লেখ।

উঃ .....

প্রঃ **Thank you sir** এর অর্থ কি?

উঃ.....

প্রঃ দার্জিলিংয়ের একটি বিখ্যাত খাবারের নাম কি?

উঃ.....

প্রঃ ইসমাঈল (আঃ) কয়বার পুত্রকে কুরবানী করার স্বপ্ন দেখেছেন?

উঃ.....

প্রঃ প্রঃ বাংলাদেশের বৃহত্তম কনটেইনার জাহজের নাম কি?

উঃ.....

প্রঃ বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম যেলার নাম কি?

উঃ.....

প্রঃ বালি ইন্দোনেশিয়ার কততম প্রদেশ?

উঃ.....

প্রঃ নিচের জায়গাটির নাম কি এবং কোথায় অবস্থিত?

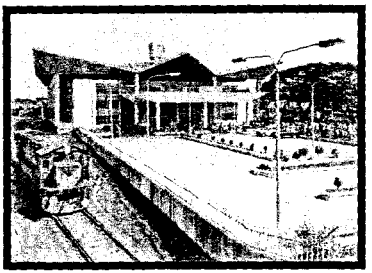

উত্তরঃ.....

.....

www.ahlehadeethbd.org

'সোনামণি প্রতিভা কুইজে' অংশগ্রহণের নিয়মাবলী

- প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য উপরের অংশটি পূরণ করে পাঠাতে হবে।
- ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়।
- আগামী ১ নভেম্বর-এর মধ্যে উত্তর পাঠাতে হবে।
- লটারীর মাধ্যমে তিনজন বিজয়ী নির্বাচিত হবে।
- যথাসময়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার পৌঁছে যাবে।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭৪৯-৪৫৯৯৯৭

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১. সাব্বির আহমেদ, ৮ম (ক), নওদাপাড়া মাদরাসা।
২. আতিকুর রহমান, ৫ম (খ), নওদাপাড়া মাদারাসা।
৩. ওবায়দুল্লাহ, ৩য় শ্রেণী, নওদাপাড়া মাদরাসা।

বিঃদ্রঃ অনেকদিন পরে আবারো প্রতিভা নিয়মিতভাবে বের হবে ইনশাআল্লাহ। তাই ইতিপূর্বে যাদের নাম বিজয়ীদের তালিকায় এসেছে এবং বর্তমানের বিজয়ীদের কাছে অতি শ্রিঘ্রই পুরস্কার পৌঁছে দেয়া হবে।

নাম:.....

ঠিকানা:.....

.....

Sonamoni Protiva

এসো ইংরেজী শিখি

Imon : As-salamu alaikum, how are you Zakir?

ইমন : আস-সালামু আলাইকুম, জাকির কেমন আছ?

Zakir : Oalaikum as salam. I am fine and you?

জাকির : ওয়ালাইকুম আস সালাম, ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?

Imon : I am also fine. But you are looking worried.

ইমন : আমিও ভাল আছি। কিন্তু তোমাকে কেমন চিন্তিত লাগছে।

Zakir : I am thinking about our exam.

জাকির : আসলে পরীক্ষা নিয়ে ভাবছি।

Imon : Why? Hav`t you prepared properly?

ইমন : কেন? তুমি ভালভাবে প্রস্তুতি নাওনি?

Zakir : I have prepared, but i was ill for some days and i missed some lesson.

জাকির : নিয়েছি, কিন্তু মাঝে আমি কিছুদিন অসুস্থ ছিলাম বলে অনেক পড়া মিস করেছি।

Imon : Don`t be worried. For a good result you have to study hard.

ইমন : চিন্তিত হয়ো না। ভাল রেজাল্ট করার জন্য তোমাকে ভালভাবে পড়তে হবে।

Zakir : I will try as i can.

জাকির : আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।

Imon : May Allah bless you.

ইমন : আল্লাহ তোমর সহায় হৌন।

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণি প্রতিভা

Contents

৮ ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৪, মূল্য : ১০/-

এসো হে সোনামণি!

রাসূল (ছাঃ) এর আদর্শে

জীবন গড়ি।

www.ahlehadeethbd.org